রাঁচি, বৃহস্পতিবার
05:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 নিউজক্লিক : গ্রেপ্তার সম্পাদক...
ঝাড়খন্ড 5 মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশ ..
সম্পাদকীয় 4 প্লাস্টিক ধ্বংস করতে .
যারা নোবেল প্রত্যাখান ...

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>005 >>17 Ashwin 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০০৫ >> << ১৭ই, আশ্বিণ ১৪৩০>>

মিয়ানমারে কারাভোগের পর স্বদেশে ফিরলেন ২৯ বাংলাদেশি

নেপিদোঃ মিয়ানমারের কারাভোগ শেষে মঙ্গলবার (৩ অক্টোবর) বাংলাদেশের ২৯ জন নাগরিক স্বদেশে ফিরে এসেছেন। তারা মিয়ানমারের বিভিন্ন কারাগারে আটক ছিলেন। ফিরে আসা বাংলাদেশিদের মধ্যে ২৩ জন কক্সবাজার, ৪ জন বান্দরবান এবং ২ জন রাঙ্গামাটি জেলার অধিবাসী। ইয়াঙ্গুনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস জানিয়েছে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি) মধ্যে অনুষ্ঠিত ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। বাংলাদেশ দূতাবাস, ইয়াঙ্গুন ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট, সিতওয়ের চলমান প্রচেষ্টায়, ১৮ মাস পর এই ২৯ জনের প্রত্যাবাসন সম্ভব হয়েছে। এর আগে ২০২২ সালের ২৩ মার্চ, বাংলাদেশের ৪১ নাগরিককে প্রত্যাবাসন করা হয়েছিলো। সীমান্ত পথে অনুপ্রবেশের দায়ে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিপি) তাদের বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার করে। পরে, মিয়ানমারে বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড প্রদান করা হয়।

বাজার দর
SENSEX : 65226.04 -286.05
NIFTY : 19436.10 -92.66

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
26.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .32 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .41 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

মিশরে নির্বাচনে প্রার্থিতা নিশ্চিত করেছেন সিসি, বিরোধীরা জানিয়েছে তারা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে

মিশরঃ সোমবার মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেলফাত্তাহ এলসিসি নিশ্চিত করেছেন, তিনি ডিসেম্বরের নির্বাচনে তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এদিকে বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করেছে, যে সকল মানুষ অন্য প্রার্থীদের পক্ষে সমর্থন নিবন্ধন করতে যাচ্ছে তারা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এলসিসি একজন প্রাক্তন সেনাপ্রধান। তিনি ২০১৪ সাল থেকে মিশরের প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন। চার বছর আগে সাংবিধানিক সংশোধনীর পরে পুনরায় তিনি এবার নির্বাচনে অংশ নেবেন এবং তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদ আসীন হবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। সংশোধনীর ফলে এবার ক্ষমতায় আসলে তিনি ২০৩০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংসদের প্রাক্তন সদস্য এবং এলসিসির সবচেয়ে সম্ভাব্য বিশিষ্ট প্রতিপক্ষ আহমেদ আলতানতাভির নির্বাচনী প্রচারকরা অভিযোগ করেছে, জনসাধারণ যখন তার প্রার্থিতার প্রতি তাদের সমর্থন নিবন্ধন করার চেষ্টা করেছিল তখন তাদের বাধা দেয়া হয়েছে। এলসিসি ২০১৩ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মুসলিম ব্রাদারহুডের মোহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় আসেন। ৯৭ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনে জয়ী হন। তার শাসনামলে ভিন্নমত দমনে ব্যাপক হারে অভিযান চলে। সক্রিয় কর্মীরা বলেন, এ সময় হাজার হাজার ভিন্নমতাবলম্বী মানুষকে জেলে পাঠানো হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে মিশরের সবচেয়ে শক্তিশালী বিরোধী শক্তি মুসলিম ব্রাদারহুডকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে, দলটির নেতারা কারাবন্দি বা নির্বাসিত অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। এলসিসি এবং তার সমর্থকরা বলছেন, দেশটির ২০১১ সালের জনপ্রিয় অভ্যুত্থান আরব বসন্তএর কারণে সৃষ্ট অস্থির অবস্থার পরে মিশরকে স্থিতিশীল করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া দরকার ছিল। মিশরে এমন এক সময় নির্বাচনটি সম্পন্ন হতে যাচ্ছে যখন দেশটি রেকর্ড পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি এবং দীর্ঘস্থায়ী বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিজনিত একটি অর্থনৈতিক সংকটের সাথে লড়াই করছে।

সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টি, ভয়ঙ্কর তিস্তা, ২৩ সেনা নিখোঁজ

সিকিম ঃ সিকিমে লোনক হ্রদের মেঘভাঙা বৃষ্টির জলধারা তিস্তায় মিশেছে। তিস্তার উপচে পড়া পানিতে ডুবে গেছে বিপুল এলাকা। ২৩ সেনাসদস্য নিখোঁজ।

সিকিম এখন সড়কপথে ভারতের অন্য রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ, উত্তর সিকিমের লোনক হ্রদে ক্লাউড বার্স্ট বা মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে। তারপর লোনকের জল গিয়ে পড়েছে তিস্তায়। তিস্তায় জল ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেছে। তিস্তা তারপর অনেকগুলি সেতু ভেঙেছে। জলে ভেসে গেছে বাড়ি, গাড়ি। অন্তত ২৩ জন সেনার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিস্তার জলের তোড়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ ভেসে গেছে। তারপরই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সিকিম। সিকিম এবং উত্তরবঙ্গে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি হয়েছে। জলপাইগুড়িতে তিস্তার পাশ থেকে মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ‘‘লাচেন উপত্যকায় সেনা ছাউনি বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চুংথাম জলাধার থেকে হঠাৎ বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া হয়েছে। ফলে জলস্তর ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু হয়ে গেছে।’’

আরো বলা হয়েছে, ‘‘সিংথামের কাছে পার্ক করা সেনার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২৩ জন জওয়ান নিখোঁজ। তাদের খোঁজ চলছে। সেনার কিছু গাড়িও ভেসে গেছে।’’ মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং ঘটনাস্থলে গেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, ’’সিংথামে কিছু মানুষ নিখোঁজ। বাড়ি, রাস্তা, সেতুর বিপুল ক্ষতি হয়েছে।’’ কী হয়েছিল?

সিকিমে গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। এরমধ্যেই সিংথামে লোনক হ্রদে মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়। সেই জল চলে আসে তিস্তায়। এমনিতেই তিস্তায় বেশি জল ছিল। তার সঙ্গে ওই বিপুল জলরাশি মিলে তিস্তা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। সিকিমের বহু এলাকায় তিস্তা তার ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। প্রচুর সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিস্তার জলে দুইপাশের বাড়ি ভেসে গেছে। অনেক এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। রাস্তা ভেসে গেছে। বৃষ্টির ফলে অনেক জায়গায় ধস নেমেছে। তিস্তার জল বেড়ে যাওয়ায় তার প্রভাব প্রথমে জলপাইগুড়ি ও তারপর বাংলাদেশের উপর পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের অনেক এলাকা ভেসে যেতে পারে। তিস্তা ভারতের পর বাংলাদেশে ঢুকেছে। জল বেড়ে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের এলাকাও ভাসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

সিরিয়ার সামরিক বাহিনী বলছে ইসরাইলি বিমান আক্রমণে দু’জন সৈন্য আহত

সিরিয়া ঃ সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলছে সোমবার তাদের সামরিক চৌকিতে ইসরাইলের বিমান হামলায় তাদের দু জন সৈন্য আহত হয়েছে। মন্ত্রক বলছে সোমবার স্থানীয় সময় মধ্যরাতের একটু আগে সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ দেইর আল জোরের কাছে ইসরাইলি শত্রুরাএই হামলা চালায়। এই বিমান হামলা সম্পর্কে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী কোন মন্তব্য করেনি। অনেক বছর ধরেই ইসরাইল কখনো কখনো সিরিয়ার সামরিক চৌকির উপর বিমান হামলা চালিয়ে থাকে। তারা বলে এটি ইরান সমর্থিত বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ। ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় এবং গণতন্ত্রবাদী আরব বসন্ত শুরু হওয়ার সময় থেকেই ইরান ক্রমবর্ধমান ভাবে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সরকারকে সমর্থন করে আসছে।

১২ বছর ব্যাপী এই সংঘাতে পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং এ লড়াই ব্যাপক সংঘাতে পরিণত হওয়ায় এতে ইরান ও রাশিয়া জড়িয়ে পড়লে লক্ষ লক্ষ লোক তাদের ঘরবাড়ি ছাড়তে ব্যর্থ হয়।

আফগান নাগরিকদের জন্য পাকিস্তানে প্রবেশের নিয়ম কঠোর করা হচ্ছে

কাবুল ঃ পাকিস্তান সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রতিবেশী আফগানিস্তানের সমস্ত নাগরিককে আগামী মাস থেকে বৈধ পাসপোর্ট এবং ভিসা নিয়ে অন্যান্য দেশের ভ্রমণকারীদের মতোই পাকিস্তানে প্রবেশ করতে হবে। বহুকালের পুরোনো প্রথায় দেশ দুটির মধ্যে প্রায় ২,৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকার উপজাতীয়দের বিশেষ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়। এখন সেই পুরোনো নীতি বদলে নতুন এই যুগান্তকারী ওয়ান ডকুমেন্ট রেজিম চালু করা হবে। আফগান সীমান্ত ক্রসিংয়ে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো এক সরকারি ফেডারেল নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ১ নভেম্বর থেকে নতুন নীতি কার্যকর হতে যাচ্ছে। পাসপোর্টকেই কেবল একমাত্র ভ্রমণনথি হিসেবে গন্য করা হবে। এর বাইরে অন্য কোন কাগজ গ্রহণ করা হবে না জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজেনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সীমান্তের সব ক্রসিং পয়েন্টের দৃশ্যমান স্থানে এই সিদ্ধান্ত টানিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকার এখনও নতুন নীতি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি সোমবার বলেছেন, তিনি মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে আফগানসম্পর্কিত নীতিগত বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে, পাকিস্তানের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আফগানদের জন্য নতুন ভ্রমণ নিয়মের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, ইসলামাবাদ আশা করছে আফগানিস্তানের তালিবান কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। তালিবান এ বিষয়ে সাথে সাথে কোন মন্তব্য করেনি। পাসপোর্ট এবং ভিসার প্রয়োজেনীয়তা প্রাথমিকভাবে পশতুন অধ্যুষিত দক্ষিণ আফগান প্রদেশ কান্দাহার এবং এর আশেপাশের সীমান্ত এলাকার বিভক্ত উপজাতিদের উপর প্রভাব ফেলবে। হাজার হাজার উপজাতীয় প্রতিদিন পাকিস্তানের পাশে পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতে বা কাজের সন্ধানে দেশ দুটির সীমান্ত অতিক্রম করতে পারত। দিনে গিয়ে দিনে ফিরে আসার জন্য স্থানীয়ভাবে তাজকিরা নামে পরিচিত একটি কাগজের স্লিপ দিয়ে এতদিন সীমান্ত পারাপার চলত।

নোবেল ▶ প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরস্কার বিজয়ীরা একটি পদক এবং ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রাউন পান

রসায়নে নোবেল পেলেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তিন বিজ্ঞানী

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ আজ বুধবার সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে এক অনুষ্ঠানে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস।

‘কোয়ান্টাম ডট আবিষ্কার ও সংশ্লেষণ’র জন্য এই তিন বিজ্ঞানীকে চলতি বছর রসায়নে নোবেল দেওয়া হলো।

পুরস্কারের সঙ্গে পাওয়া ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা ভাগ করে নেবেন তারা।

২০২২ সালে রসায়নে নোবেল পান যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ক্যারোলিন আর বারতোজ্জি, ডেনমার্কের বিজ্ঞানী মর্টেন মেলডাল ও মার্কিন বিজ্ঞানী কে ব্যারি শার্পলেস। ক্লিক কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োঅর্থগোনাল কেমিস্ট্রির উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখায় গত বছর তারা নোবেল পান।

এর আগে গতকাল পদার্থবিদ্যায় চলতি বছরের নোবেল পান যুক্তরাষ্ট্র, হাঙ্গেরি ও ফ্রান্সের তিন বিজ্ঞানী। পদার্থের ইলেকট্রন ডাইনামিকস গবেষণায় আলোর অ্যাটোসেকেন্ড স্পন্দন তৈরির পরীক্ষণলব্ধ প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করায় পিয়ের আগোস্তিনি (যুক্তরাষ্ট্র), ফেরেন্স ক্রাউজ (হাঙ্গেরি) ও অ্যান লিয়েরকে (ফ্রান্স) এই নোবেল দেওয়া হয়।

২ অক্টোবর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। চলতি বছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান কাতালিন কারিকো ও ড্রু ওয়েজমান। নিউক্লিওসাইড বেস পরিবর্তনের বিষয়ে তাদের আবিষ্কারের জন্য এ বছর তারা নোবেল পুরস্কার পান, যেটি কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে কার্যকর ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে সহায়তা করেছে।

কাতালিন কারিকোর জন্ম ১৯৫৫ সালে হাঙ্গেরির সোলনক শহরে। শেগেড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করার পর ১৯৮০ এর দশকে পরিবারসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান তিনি। ড্রু ওয়েজম্যানের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৯ সালে। ১৯৮৭ তিনি বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে ইমিউনোলজিতে পিএইচডি করেন।

রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেস ১৯০১ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার প্রদান করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরস্কার বিজয়ীরা একটি পদক এবং ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রাউন পান। অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় ১৯৬৯ সাল থেকে।

পুজোর মরশুমে ক্ষুদ্র মহিলা ব্যবসায়ীদের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স

মালদা ঃ পুজোর মরশুমে ক্ষুদ্র মহিলা ব্যবসায়ীদের পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স। মূলত দূর্গা পুজোর মরশুমে অনেক মহিলারা বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা করে থাকেন। উল্লেখযোগ্য হিসেবে অনেকেই বুটিকের ব্যবসা করেন। আবার কেউ বিভিন্ন ধরনের পোশাক, মেকআপ, কসমেটিক্স , বিউটি পার্লারের ব্যবসা করে থাকেন। তাদের এই অফলাইনে ব্যবসার জন্য সব রকম সাহায্যের উদ্যোগ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে জেলার সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ওই সংগঠন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স।

শুক্রবার মালদা শহরের রথবাড়ি সংলগ্ন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের কনফারেন্স রুমে অসংখ্য ক্ষুদ্র মহিলা ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আযোজন করা হয়। সেখানেই বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত মহিলা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করেন উপস্থিত ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্যরা। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু সংগঠনের সাধারণ সদস্য উজ্জ্বল সরকার, হিমাদ্রি সাহা সহ বিশিষ্ট জনেরা।

উপস্থিত ক্ষুদ্র মহিলা ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এতদিন তারা কেউ নিজেদের বাড়ি থেকে আবার কেউ ছোটখাটো দোকান করে পুজোর মরশুমে নানান ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী বেচাকেনা করেন। কিন্তু অফলাইনে সরাসরি ক্রেতাদের কাছে বেচাকেনা করার ক্ষেত্রে নানান রকম সমস্যায় পড়তে হয়। এক্ষেত্রে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এমনকি ছোটখাটো লোন দিয়েও মহিলা ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করারও কথা জানিয়েছে। ফলে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত ক্ষুদ্র মহিলা ব্যবসায়ীরা।

ফুলবাড়িতে দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের কাজের শিলান্যাস করলেন গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ জমি জট কাটিয়ে অবশেষে ফুলবাড়ি পশ্চিম ধনতলায় দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের কাজের শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। এই ইনটেক ওয়েলের কাজ আগামী তিন মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব ।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জল বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত সহ অন্যান্য মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলরেরা।মেয়র জানান, এই ইনটেক ওয়েলের কাজ সম্পুর্ন হলে শহরবাসী কিছুটা হলেও জল কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে।

৮০ হাজার টাকার ছিনতাই মামলায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই এর ঘটনায় ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করল পুলিশ।গত মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনায় অনুপ গোয়ালা নামে একজনকে গ্রেফতার করেছিল এনজেপি থানার পুলিশ।এরপর ধৃতকে জেরা করে ছিনতাই হওয়া টাকার মধ্যে থেকে ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ।বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার দুপুরে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোড়ামোড় সংলগ্ন রামনগর বস্তির বাসিন্দা ববিতা রায় তার ছেলের চিকিৎসার জন্য জমানো টাকা এনজেপি এলাকার একটি রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্ক থেকে তুলে টোটোতে করে বাড়ি ফিরছিলেন।টোটোটি ডিএস কলোনি এলাকায় এলে পিছন দিক থেকে আসা একটি বাইকে দুই যুবক জোরপূর্বক টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ।মোট ৮০ হাজার টাকা ছিনতাই হয়।ঘটনার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় এনজেপি থানায় ছিনতাই এর অভিযোগ দায়ের করেন ববিতা রায়।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সিসি টিভি ক্যামেরার সূত্র ধরে তদন্তে নামে পুলিশ।এরপরই মঙ্গলবার রাতে নৌকাঘাট থেকে অনুপ গোয়ালাকে গ্রেফতার করে পুলিশ এবং উদ্ধার হয় ৫০ হাজার টাকা। অন্যদিকে পুলিশের ভূমিকায় খুশি ববিতা রায় ও তার পরিবার।

তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কর্মধ্যক্ষ পদে নয় জন নির্বাচিত সদস্যকে দায়িত্ব বন্টন করা হলো

মালদা ঃ তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কর্মধ্যক্ষ পদে নয় জন নির্বাচিত সদস্যকে দায়িত্ব বন্টন করা হলো। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা জেলা পরিষদের কনফারেন্স রুমে সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষের উপস্থিতিতে নির্বাচিত নয়জন সদস্যকে এই দায়িত্ব পদ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী , দলের জেলার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জি, ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর তথা দলের জেলার সহসভাপতি বাবলা সরকার সহ তৃণমূলের নির্বাচিত ৩৪ জন সদস্যরা। এই সভার মাধ্যমেই সভাধিপতি একে একে নয় জন নির্বাচিত সদস্যদের নামে তালিকা ঘোষণা করেন এবং তাঁদের নির্দিষ্ট কর্মধ্যক্ষের পদ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মালদা জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলা পরিষদের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব যারা পেয়েছেন তাদের নাম - আব্দুর রহমান, রেজিনা মুর্মু , রিতা সিংহ, ফজলুল হক , পূর্ণিমা বারুই দাস , রেজাউল করিম বক্সী, কবিতা মণ্ডল, মহম্মদ ফিরোজ শেখ এবং রবিউল ইসলাম । উল্লেখ্য, এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৪৩ আসন বিশিষ্ট মালদা জেলা পরিষদের ৩৪টি আসন দখল করে তৃণমূল। বাকি পাঁচটি আসন দখল করে কংগ্রেস এবং বিজেপি পাই চারটি আসন । কার্যত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তৃণমূল জেলা পরিষদের বোর্ড আগেই গঠন করেছে। সভাধিপতি হয়েছেন লিপিকা বর্মন ঘোষ এবং সহকারি সভাধিপতি হয়েছেন এটিএম রফিকুল হোসেন। এরপরই স্থায়ী সমিতির কর্মধ্যক্ষদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল । এদিন সেই নয় জন তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যকে তাদের দায়িত্ব পদ বন্টন করা হয়। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, বিভিন্ন দপ্তরের নির্বাচিত নয়জন সদস্যকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা পরিষদের মূলত গ্রামীণ এলাকায় সার্বিক উন্নয়নের কাজ হয়ে থাকে। ফলে কর্মধ্যক্ষের দায়িত্ব পাওয়া নবীন এবং প্রবীণ নির্বাচিত সদস্যরা একজোট হয়ে খুব ভালোভাবে কাজ করবে বলে আশা রাখি।

জলস্তর বাড়ছে কুয়ে নদীর

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ লাগাতার বৃষ্টির পাশাপাশি জলাধার থেকে ছাড়া জলে জেলার বিভিন্ন নদীর জলস্তর বেড়েছে অনেকটাই । লাভপুরের কুঁয়ে নদীতেও বেড়েছে জলস্তর যদিও তা এখনো বিপদসীমা অতিক্রম করেনি তবুও বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রভাব পড়েছে যথেষ্ট ।ব্রাহ্মণপাড়া হয়ে মনিকর্ণিকা সংলগ্ন ঘাট থেকে গলাইচন্ডি যাওয়ার যে রাস্তা সেই রাস্তার বাঁশের সেতু ইতিমধ্যেই জলের তলায় ডুবে গেছে । আর তার ফলে সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ ।

অস্ত্রসহ আট দুস্কৃতি গ্রেফতার বারুইপুরে

বারুইপুর ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ বুধবার রাতে বারুইপুর থানার অন্তর্গত শাসন স্টেশনের কাছ থেকে আট দুস্কৃতিকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে। বারুইপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করেন বারুইপুর থানায়। সেখানে তিনি বলেন , বুধবার রাত্রে গোপন সূত্রে খবর বারুইপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে যে শাসন স্টেশনের কাছে একটি অটো করে কিছু দুস্কৃতী ঘোরাফেরা করছে । এরপর ওই এলাকায় হানা দেয় পুলিশ । তাদেরকে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ঠিকমতো উত্তর না দিতে পারায় তাদেরকে গ্রেফতার করে। তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যেই জড়ো হয়েছিল সেখানে। তাদের কাছ থেকে ভোজালি, ছুরি, নেপালা সহ দুটো লোহার রড , নটি মোবাইল ও ২১ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। ধৃতদের নাম অরূপ মন্ডল, চিরঞ্জিত হালদার, নতুন মণ্ডল ,আরাব আজী মন্ডল, রঞ্জিত সরদার, রহমত লস্কর ও আজাত মণ্ডল । এদের সবার বাড়ি ক্যানিং এ । আর একজন বাড়ি কুলতলি এলাকায়। বারুইপুর থানা ছাড়া বিভিন্ন থানায় এদের নামে মামলা আছে। ধৃত দুস্কৃতিদের বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় । ধৃতদের মধ্যে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন জানায় পুলিশ।

কুলি অবতারে দেখা গেল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী

কলকাতা ঃএবার কুলি অবতারে দেখা গেল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির আনন্দ বিহার রেলস্টেশনে হঠাৎই কুলিদের লাল জামা পরে হাজির হন তিনি। মাথায় একটি নীল রঙের ব্যাগ তুলে কিছুদূর বয়েও নিয়ে যান। স্টেশন চত্বরে কুলিদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথা বলেন ও তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। বিভিন্ন পেশার মানুষদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে জনসংযোগ করতে রাহুলকে আগেও দেখা গিয়েছে। দিল্লির করোলবাগ এলাকার একটি গ্যারাজে মিস্ত্রিদের সঙ্গে বসে বাইক সারাতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরে রাহুল ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত ট্রাকে সফর করেছিলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ট্রাকচালকেরা দৈনন্দিন কী কী সমস্যায় পড়েন, তা নিয়ে রাহুল কথা বলেন ওই ট্রাকচালকের সঙ্গে। জুলাই মাসের গোড়ায় হরিয়ানার সোনিপতের মাদিনা গ্রামে কৃষকদের চাষ করতে দেখে প্যাঃট গুটিয়ে নিজেই চাষ করতে নেমে পড়েন রাহুল। চালান ট্র্যাক্টরও। এমনকি কৃষকদের জন্য আনা খাবারও খাটিয়ায় বসে সকলের সঙ্গে ভাগ করে খান রাহুল।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

সোনারপুর ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ থেকে প্রেম , তারপর বিয়ে। বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই সম্পর্কের করুণ পরিনতি। স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবী পরিবারের। সোনারপুরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্রী ছিল পিঙ্কি মাইতি। এবার তার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার সাথে আলাপ হয় ঈশান দাসের। সোনারপুরেরই যুবক ঈশান দাসের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে পিঙ্কি। বিষয়টি দুই পরিবারে জানাজানি হলে পিঙ্কির পরিবার থেকে বিয়েতে বাধা দেওয়া হয় । এরপর পরিবারের অমতে পালিয়ে গিয়ে মাত্র তিনমাস আগে জুন মাসে বিয়ে করে ঈশান ও পিঙ্কি। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই পিঙ্কির উপর অত্যাচার শুরু হয়। পিঙ্কির দিদির কাছে হঠাৎ ফোন আসে তার বোন অসুস্থ। তারপর সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে দেখেন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে পিঙ্কি। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। এই ঘটনায় ঈশান সহ তার পরিবারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয় সোনারপুর থানায়। পিঙ্কির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঈশানকে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি মোহিত মোল্লা।

পরকীয়ায় আপত্তি। তাই দেওরকে প্রেমিকের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীহারা এক বধূর বিরুদ্ধে

মেদিনীপুর ঃ পরকীয়ায় আপত্তি। তাই দেওরকে প্রেমিকের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীহারা এক বধূর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি প্রায় দেড় মাস আগের। ওই বধূ ও তার প্রেমিক গ্রেপ্তার হতেই পর্দা ফাঁস। জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার সারেঙ্গায় বাড়ি ওই বধূর। প্রেমিকের আদি বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থানার খঞ্চিতে। দেওরকে সেখানে নিয়ে গিয়েই হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ। দেহটিও খঞ্চি সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ধারে নয়ানজুলিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে পুলিসি জেরায় স্বীকার করেছে ধৃতরা। খুনের প্রায় ৪২ দিন পর আজ, বৃহস্পতিবার দুই জেলার পুলিস যৌথভাবে দেহটির সন্ধানে নামবে। থাকবেন ম্যাজিস্ট্রেটও। নন্দকুমারে নিয়ে আসা হবে নিহত যুবকের বউদি ও তার প্রেমিককে।

জন্ম সার্টিফিকেটের সমস্যা, পঞ্চায়েত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হয়রানি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হয়ে উঠলেন এলাকার ভুক্তভোগী অভিভাবকেরা

মালদা ঃ কেউ পাঁচ দিন থেকে আবার কেউ পাঁচ বছর ধরে হন্য হয়ে ঘুরছেন।তবুও হচ্ছে না জন্ম সার্টিফিকেটের সমস্যার সমাধান।

পঞ্চায়েত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হয়রানি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হয়ে উঠলেন এলাকার ভুক্তভোগী অভিভাবকেরা।অভিযোগ উঠেছে চাঁচল ১ নং ব্লকের চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিষ্টার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে।অভিযোগ,পঞ্চায়েতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দপ্তরের কর্মচারীরা নিয়মিত দপ্তর খোলেন না।মাসের বেশিরভাগ সময় দপ্তরে তালা লাগানো থাকে।দুপুর ১২ টা পেরিয়ে গেলেও দপ্তরে কর্মচারীদের দেখতে পাওয়া যায় না।নতুন জন্ম সার্টিফিকেট ও সংশোধনের জন্য বছরের পর বছর দপ্তরে হন্য হয়ে ঘুরতে হয়। তবুও মিলেনা সার্টিফিকেট।জন্ম সার্টিফিকেট না থাকার কারণে আধার ও রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারছেন না অভিভাবকরা।দপ্তরের কর্মচারীরা বিভিন্ন সমস্যায় দেখিয়ে বছরের পর বছর ধরে অভিভাবকদের ঘুরাচ্ছেন।যদিও পঞ্চায়েত কর্মচারীরা তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।নুরগঞ্জ এলাকার মানেজা খাতুন নামে এক অভিভাবিকা অভিযোগ করে বলেন' জন্ম সার্টিফিকেটে ছেলের নাম সংশোধনের জন্য পাঁচ বছর ধরে ঘুরছি। তবুও করে দিচ্ছেন না সংশোধন।তিনমাস পরে আসতে বলেছিলেন।আমি পাঁচ মাস পরে এসেছি। তবুও ঘুরে যেতে হচ্ছে।ছেলের বয়স ১০ বছর হয়ে গেছে।আধার কার্ড ও রেশন কার্ড তৈরি করতে পারছি না।এমনকি ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে পারছি না।'জন্ম সার্টিফিকেট এর দপ্তরের এক কর্মচারী মহম্মদ মুস্তাকিম জানান,কোনো অভিভাবক জন্ম সার্টিফিকেটের জন্য পাঁচ বছর ধরে ঘুরেনি।অনলাইনে সংশোধন পোর্টালটি বন্ধ রয়েছে তাই হয়তো কয়েকদিন ঘুরতে হয়েছে।চালু হয়ে গেলে কাউকে আর ঘুরতে হবে না।তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন অভিভাবকেরা।

রাস্তায় ভেঙে পড়লো বিশালাকার গাছ, ব্যাহত যান চলাচল

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির হাসপাতাল মোড়ের কাছে পূর্ত দপ্তরের বাংলোর সামনে ভেঙে পড়লো বিশাল গাছ। বৃহস্পতিবার রাস্তার উপরে গাছ ভেঙে পড়ায় ব্যাহত হয় যান চলাচল।বুধবার রাত থেকে বৃষ্টির জেরে গাছটি ভেঙে পড়ে রাস্তার উপর। পাশেই একটি ফুলের দোকান রয়েছে। আংশিকভাবে দোকানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।এদিকে রাস্তার উপর গাছ ভেঙে পড়ায় সকাল থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। হাশমি চক থেকে হাসপাতাল মোড়, কোর্টমোড়ের যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে ছিল। পরে পুরনিগমের কর্মীরা গাছ কাটার কাজ শুরু করেন। রাস্তা থেকে গাছ সরিয়ে যান চলাচল শুরু করানো হয়।

ফসলের পর, বিদ্যুৎ এর পরিবাহী লাইনও নষ্ট করলো হাতির দল

আলিপুরদুয়ার ঃ ফের হাতির হানা ফালাকাটা ব্লকে।তবে এবার শুধু ফসল নস্ট করেই ক্ষান্ত হয়নি গজরাজের দল, এবার তাদের রাগ গিয়ে পড়লো বিদ্যুতের পরিবাহী লাইনের ওপরও ।পাশাপাশি হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো একটি পরিবারও। ডুয়ার্সের তাসাটি চা বাগানের বুদ্ধিমান লাইনে গভীর রাতে বৃষ্টি কে উপেক্ষা করেই প্রায় ১২ টি হাতির একটি দল ব্যাপক তান্ডব চালায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার সুপারি বাগান নষ্ট করে দেয় ওই হাতির দলটি। এছাড়াও বিদ্যুৎ এর খুঁটিও ভেঙে দেয়। যার ফলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ওই এলাকায়। জানা যায় গভীর রাতে সবার অলক্ষ্যে আচমকাই হামলা চালা ওই বুনো হাতির দলটি। প্রায় আধ ঘন্টা তান্ডব চালিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায় তারা। এই ঘটনায় প্রচন্ড আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শিক্ষক হয়েছেন অনামিকা, ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অবশেষে হরিহর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার পদে যোগদান করলেন শিলিগুড়ির অনামিকা রায়। বৃহস্পতিবার রাজগঞ্জ ব্লকের হরিহর উচ্চ বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষিকার পদে যোগদান করেন তিনি।উল্লেখ্য,তৎকালীন মন্ত্রী কন্যা অঙ্কিতার জায়গায় ববিতা এবং ববিতার পর চাকরি পেলেন অনামিকা। নম্বরে কারচুপির অভিযোগে চাকরি যায় তৎকালীন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতার। পরেশ কন্যার জায়গায় চাকরি পান ববিতা সরকার।কিন্তু ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারান ববিতাও। এরপরই মেধাতালিকায় নাম থাকা পরবর্তী দাবিদার হিসেবে মামলা করেন অনামিকা। হাইকোর্টের নির্দেশর ৪ মাস পর নিয়োগপত্র মিলল অনামিকার। আজ সেই নিয়োগপত্র নিয়ে হরিহর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার পদে যোগদান করেন।এদিন অনামিকা রায় বলেন, আজকের দিন খুব আনন্দের দিন। গতকাল জয়েনিং লেটার পেয়েছি। আজ হরিহর উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করলাম। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে শিক্ষিকা হিসেবে স্কুলে যোগদান করতে পেরে খুব ভালো লাগছে।বিচারব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল। মহামান্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

রসগোল্লার মধ্যেই রয়েছে মালদহের আমের স্বাদ। রসগোল্লা খেলেই আমের স্বাদ গন্ধ দুই মিলছে। অফ সিজিনে রসগোল্লায় আমের স্বাদে মজে মালদবাসী

মালদহ ঃ মালদহের আমের মরশুম শেষ। কিন্তু তারপরেও মালদহের স্বাদ পাবেন। রসগোল্লার মধ্যেই রয়েছে মালদহের আমের স্বাদ। রসগোল্লা খেলেই আমের স্বাদ গন্ধ দুই মিলছে। অফ সিজিনে রসগোল্লায় আমের স্বাদে মজে মালদবাসী। মিষ্টি প্রেমী থেকে আম প্রেমীদের জন্য খুব ভাল এই রসগোল্লা। ব্যাপক চাহিদা এখন মালদহের বাজারে এই রসগোল্লার। মালদহ শহরের একমাত্র বাসুল্লীতলা মোড়ের মিষ্টির দোকানে মিলছে এই আমের রসগোল্লা। কাঁচা আমের রঙের এই রসগোল্লা আরো বেশি আকর্ষণীয় করছে মিষ্টিপ্রেমীদের।আট টাকা পিস হিসাবে বিক্রি হচ্ছে এই রসগোল্লা।

সাধারণ রসগোল্লার মত এই রসগোল্লা তৈরী হয়। ছানার সঙ্গে চিনি মেশানো হয়। আমের রসগোল্লায় আমের ফ্লেবার মেশানো হয়। এতেই রসগোল্লার রং সবুজ হয়। সঙ্গে মেলে আমের স্বাদও গন্ধ। আমের অফ সিজিনে এই রসগোল্লায় খেতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে প্রতিদিন।

ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয় এক রোগীর। সেই পরিপেক্ষিতে গ্রামবাসীরা এবার সরব হলেন বি এম ও এইচ এর বিরুদ্ধে

মালদা ঃ সম্প্রতি বামনগোলার মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয় এক রোগীর। সেই পরিপেক্ষিতে গ্রামবাসীরা এবার সরব হলেন বি এম ও এইচ এর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার কয়েকশ গ্রামবাসী মুদিপুকুর হাসপাতালের বি এম ও এইচ এর বদলির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন হাসপাতালে বাইরে। তারি পাশাপাশি কিছুক্ষণ মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ ও করেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এক বিক্ষোপকারী জানান বি এম ও এইচ সুদীপ কুন্ডুর বদলির দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় স্মারকলিপে দিয়েছেন। তাদের দাবি মানা না হলে তারা পরবর্তীতে বৃহৎ আন্দোলনে নামবেন।

পুজোর মুখে চালসার ঐতিহ্যবাহী মা আনন্দময়ী কালীবাড়ি মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটলো

জলপাইগুড়ি ঃ পুজোর মুখে চালসার ঐতিহ্যবাহী মা আনন্দময়ী কালীবাড়ি মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটলো। ঘটনায় সমগ্র চালসায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মন্দিরের লোহার গ্রিলের গেটের তালা ভেঙ্গে কালি মূর্তির সোনা গয়না সহ দান বাক্স খুলে টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরের পুরোহিত গেট খোলার জন্য আসলেই চুরির বিষয়টি জানতে পারেন।খবর দেওয়া হয় মন্দির কমিটির কর্মকর্তাদের। তারাও খবর পেয়ে ছুটে আসেন মন্দিরে।পরে খবর দেওয়া হয় মেটেলি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত করে। জানা যায়, মন্দিরে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও গত কয়েকদিন আগে সেটি খারাপ হওয়ায় তা মেরামতের জন্য দেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগেই এদিন চুরির ঘটনা ঘটে বলে অনুমান সকলের। মা আনন্দময়ী কালীবাড়ির সম্পাদক বিমলেন্দু সিংহ রায় বলেন, ঘটনায় আমরা সকলেই বিস্মিত। মায়ের সোনা গয়না সহ দান বাক্স খুলে টাকা পয়সাও নিয়ে গেছে চোরেরা। প্রায় লক্ষাদিক টাকার সোনা ও রুপোর গয়না ছিল মায়ের মূর্তিতে। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ১৯৮৭ সালে মা আনন্দময়ী কালীবাড়ির স্থাপিত হয়। চালসার একটি ঐতিহ্যবাহী মন্দির হল এটি। মন্দির থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বেই রয়েছে চালসা গোলাই। রাত্রে চালসা গোলাই এ পুলিশও থাকে। জনবহুল চালসা এলাকার মধ্যে থাকা এই মন্দিরে চুরির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। মেটেলি থানা সূত্রে জানা যায় চুরি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মৃত তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মোহাম্মদ রাহীর বাড়িতে সকাল সকাল আসেন গোয়ালপোখর এর বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী গোলাম রাব্বানী

উত্তর দিনাজপুর ঃ মৃত তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মোহাম্মদ রাহীর বাড়িতে সকাল সকাল আসেন গোয়ালপোখর এর বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী গোলাম রাব্বানী , পরিবারের মহিলা সদস্যদের সাথে কথা বলেন , মন্ত্রীকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরে বলেন যে যারা মূল দোষী তাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করবে এসপিও আইজি সাথে কথা বলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর এখনো পর্যন্ত একজনকে আটক করেছে পুলিশ, তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পানঞ্জিপাড়ার মোহাম্মদ মোস্তফা তিনি সঙ্গে ছিলেন কালকে

আজকের দিনটি

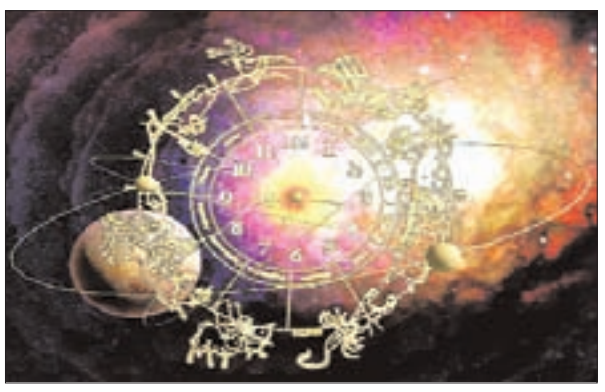

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ভেনিসে পর্যটকবাস খাদে, মৃত ২১

ভেনিস ঃ ওভারপাস দিয়ে যাওয়ার সময় বাসটি নিচে পড়ে যায়। তারপরই তাতে আগুন লেগে যায়। ২১ জন মারা গেছেন। আহত ১৮ জন।

বাসটিতে পর্যটকরা ছিলেন। শহরের মেয়র জানিয়েছেন, ''ভয়ংকর দুর্ঘটনা। বাসে অনেকে ছিলেন। বর্ণনা করার কোনো ভাষা নেই।''
মেয়র সরকারি টেলিভিশনে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের ভিতরে এখনো মানুষ আটকে আছেন। উদ্ধারের কাজ চলছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।
ভেনিসের শহরতলি মেস্ত্রেতে এই ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনাস্থলের ছবি ও ভিডিও থেকে দেখা গেছে, বাসটি নিচে উল্টো হয়ে পড়ে আছে। তার থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পাশেই রেললাইন।
সংবাদসংস্থা এএফপিকে এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে দুইটি শিশুও আছে। স্থানীয় মিডিয়া জানিয়েছে, বাসটিতে মূলত ইউক্রেন ও জার্মানির পর্যটকরা ছিলেন।
ভেনিসের কর্মকর্তা বোসারো জানিয়েছেন, বাসটি ক্যাম্প অফিসে যাচ্ছিল। তাতে মূলত ইউক্রেনের মানুষ ছিলেন।
ইটালির প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি শোকস্তব্ধ।

পাঞ্জিপাড়ার তৃনমুল প্রধান মহ রাহি গুলিবিদ্ধ।উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ পাঞ্জিপাড়ার তৃনমুল প্রধান মহ রাহি গুলিবিদ্ধ। তাকে বিহারের কিষানগঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাকে পরপর ২টো গুলি করা হয় বলে জানা যাচ্ছে। স্কুলচক এলাকায় ও তারপর কলোনী মোড় এলাকায় গুলির ঘটনা ঘটে।
পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেড়োতেই তাকে দুস্কৃতিরা গুলি করে, বাইক নিয়ে যেতে গেলে আবারো গুলি। একটি গুলি হাতে লাগে অন্যটি তার পেটে লাগলে সে লুটিয়ে পড়ে বলে স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে। কিন্তু কে বা কারা, কেনো হামলা চালালো সেটা এখনো জানা যায় নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক তৃনমুলের অবরোধ করে চলছে বিক্ষোভ।

কোচবিহারকে রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার দাবিতে অটুট থাকবেন বলেও জানান বংশী বদন বর্মন

কোচবিহার। নাম না করে কোচবিহারের স্বঘোষিত নগেনরায় ওরফে অনন্ত মহারাজ কে সুবিধাবাদী বলে কটাক্ষ করলেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস পার্টির কর্ণধার বংশী বদন বর্মন। ২০০৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর কোচবিহারে আলাদা রাজ্যের দাবিতে এক বিরাট আন্দোলন সংঘটিত করেছিল বংশীবাদন বর্মন, সেইখানে পুলিশের সাথে সংঘাতে বেশ কয়েকজন গ্রেটার কর্মীর মৃত্যু হয়। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এদিন কোচবিহার রাসমণের ময়দানে এক স্মরণসভা আযোজন করে, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস পার্টি। এবং সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি অনন্ত মহারাজ সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন। এছাড়াও তিনি কোচবিহারের রাজবংশী মানুষদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, তার দাবি অনুযায়ী ভারত ভুক্তির চুক্তি মতে কোচবিহার একটি 'গ' শ্রেণীর রাজ্য। কেন্দ্রীয় সরকার কোচবিহারকে রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার দাবি দীর্ঘদিন থেকে তিনি জানিয়ে আসছেন এবং আগামীতেও তিনি তার এই দাবিতে অটুট থাকবেন বলেও জানান।

চোর সন্দেহে আটক এক যুবকে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ

কোচবিহার ঃ গরু চোর সন্দেহে আটক এক যুবককে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হলো কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোররাতে পুন্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত মরা নদীর কুঠি এলাকায়।ঘটনায় বেশকয়েকজন গ্রামবাসীকে আটক করেছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন থেকে এলাকায় লাগাতার চুরির ঘটনা ঘটছে।অনেকের গরু চুরি গিয়েছে।এরপর গতকাল রাতে গ্রামবাসীরা মিলে এলাকায় পাহারা দিচ্ছিলেন।গভীর রাতে হঠাৎ এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে এক যুবককে আসতে দেখেন এলাকার মানুষ।তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কথায় অসঙ্গতি দেখা দেয়।এরপর পুলিশ পৌঁছে সেই যুবককে উদ্ধার করতে গেলে গ্রামবাসীরা পুলিশের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ।এদিকে পুলিশের দাবি, আটক যুবক পুলিশের সোর্স হিসেবে কাজ করে।তবে এলাকার মানুষ তা মানতে নারাজ হয়।এরপরই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাঁধে।ঘটনায় আহত হন পুলিশ কর্মীরা।পরে সেখান থেকে যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।সকালে ফের বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রামে গিয়ে বেশকয়েকজনকে আটক করে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বাড়িভাষা এলাকার VIP রোড পথ অবরোধে শামিল হল ভারতীয় জনতা পার্টি

শিলিগুড়িঃ রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ফের একবার অবরোধ করা হলো বাড়িভাষা এলাকার VIP রোড। এবার পথ অবরোধে শামিল হল ভারতীয় জনতা পার্টি। উপস্থিত ছিলেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জী। বুধবার সকালে ওই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা কর্মীরা এবং বিধায়ক। তাদের অভিযোগ একাধিকবার এই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার হয়নি। লাগাতার ঘটছে পথ দুর্ঘটনা এমনকি এই রাস্তায় পথ দুর্ঘটনায় এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি বলেন এই রাস্তা শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের আওতায় রয়েছে তারা রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলেও এখনো পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার করা হয়নি। এদিন সকালেও এ রাস্তায় একটি টোটো উল্টে যায় তারপরেই তারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অন্যদিকে এই বিক্ষোভের ফলে রাস্তায় যানজটে সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

বিছানা থেকে উদ্ধার হল বিশাল আকার বিষধর শঙ্খিনী সাপ

জলপাইগুড়ি –জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি পাওয়ার হাউজ মোড় এলাকায় সুস্মিতা তরফদারের বাড়ির সবার ঘরের বিছানার উপর থেকে উদ্ধার হল শঙ্খিনী সাপ। সুস্মিতাদেবি বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎই তার শরীরে কিছু নড়াচড়া করতে দেখে তিনি ইদুর ভেবে দেখতেই চক্ষু চড়ক গাছ। কালো হলুদ ডোরাকাটা এক বিশালআকার দেখতে পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে সাথে সাথে বাড়িতে লোক জমে যায়। এরপরই আশেপাশের লোকেরা এই সাপটিকে বিছানায় দেখতে পেয়ে খবর দেন ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্যদের। তারা এসে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। জানা যায় এই সাপটি একটি বিষধর সাপ। তবে এই সাপটির কামড়ানোর প্রবণতা খুব কম বলেই জানিয়েছেন সর্প প্রেমীরা। পরিবেশ প্রেমি কর্মীরা সাপটিকে নিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দিলে বাড়ির লোকজন হাফ ছেড়ে বাঁচে।

হাসপাতালের রক্ত সংকট মেটাতে এগিয়ে এলেন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট

জলপাইগুড়ি ঃ হাসপাতালের রক্ত সংকট মেটাতে এগিয়ে এলেন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, স্টেশন কলোনি এলাকায় বুধবার এক রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়। জলপাইগুড়ি হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীদের দ্বারা এই রক্তদান অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে রক্ত মুমূর্ষ রোগীর কথা মাথায় রেখে ব্লাড ব্যাংকের পাঠানো হবে।

গাঁজা উদ্ধার শিলিগুড়ি শহরে, প্রধাননগর থানায় এলাকায়

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে দার্জিলিং মোড় এলাকা থেকে গাঁজা সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য প্রধান নগর থানা পুলিশের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং মোড় এলাকার সত্যজিৎ নগরে এক যুবক দু তিনটি প্যাকেট নিয়ে অপেক্ষা করছে এবং তাতে রয়েছে গাঁজা। এই খবর গোপন সূত্রে পাবার পর তৎক্ষণাৎ অভিযান চালায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি মিনিসিপাল কর্পোরেশনের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের সত্যজিৎ নগর এলাকা থেকে প্রায় সাড়ে ১০ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার করা হয় ভোলা সরকার নামে এক যুবককে। প্রধান নগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক বালুরঘাটের বাসিন্দা হলেও শিলিগুড়িতে বিগত এক বছর যাবত বসবাস করছিল এবং এই মাদকের কারবার চালাচ্ছিল। ধৃত এই যুবক কার কাছ থেকে গাঁজা সংগ্রহ করত এবং কোথায় বিক্রি করতো, তা জানতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে বুধবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত ৫ মাস বয়সী মেয়ের চিকিৎসার জন্য এগিয়ে এলেন সমাজকর্মী গৌতম গোস্বামী

শিলিগুড়ি ঃ হার্টে দু'দুটো ফুটো। বয়স মাত্র ৫ মাস। ছোট্ট দিয়াকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন সমাজসেবী গৌতম গোস্বামী। পেশায় একজন রিকশা চালক দিয়ার বাবা বাদল রজবংশী। স্ত্রী, দুই মেয়ে নিয়ে সংসার। ভাড়া বাড়িতে কোনোরকমে দিন গুজরান করেন। এরই মধ্যে দিয়ার এত বড় অসুখ ধরা পড়েছে। শীঘ্রই তার অপারেশন করা জরুরি। নতুবা বাঁচানো সম্ভব হবে না তাকে। আর অপারেশনের জন্য প্রযোজন ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার। কিন্তু রিকশা চালক বাবার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তা জানতে পেরে আজ বাদল রাজবংশীর বাড়িতে যান সমাজসেবী তথা তৃণমূল নেতা গৌতম গোস্বামী। সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে দিয়ার যাবতীয় চিকিৎসার ভার তুলে নেন তিনি। রাজ্য সরকারের শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় তার অপারেশনের ব্যবস্থা করে দেন। পাশাপাশি চিকিৎসায় যাবতীয় খরচও তিনিই বহন করবেন বলে জানান।

স্কুলের পর পুলিশে নিয়োগেও প্যানেবার মদের আবগারি দুর্নীতির মামলায় এএপির নেতা সঞ্জয় গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি ঃ ভারতের আম আদমি পার্টির (এএপি) জন্য আরেকটি বড় ধাক্কা এল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এএপির নেতা রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় সিংকে গ্রেপ্তার করেছে। দিল্লিতে মদ বিক্রি নিয়ে রাজ্য সরকারের আবগারি নীতিতে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই একই অভিযোগে ইতিমধ্যে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ঘনিষ্ঠ মণীশ সিসোদিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ইডি বলছে, ওই মামলার আসামি ব্যবসায়ী দিনেশ অরোরাকে জিজ্ঞাসাবাদে সঞ্জয় সিংয়ের নাম এসেছে। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে অরোরা দাবি করেছেন, এএপির নেতা সঞ্জয় সিং তাঁকে মণীশ সিসোদিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সিসোদিয়া তখন আবগারি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন।
আজ বুধবার ভোরে রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয়ের বাসায় তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। কয়েক ঘণ্টা ধরে অভিযান চলে। সঞ্জয়কে ইডি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা হবে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে তোলা হতে পারে। সেখানে ইডি তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করতে পারে।
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও এএপি নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁর সহকর্মীর বাড়িতে তল্লাশির সময় বেরিয়ে আসেন। তিনি বিজেপির নামোল্লেখ না করে অভিযোগ করেন, আগামী সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে একটি দল প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
কেজরিওয়াল দাবি করেন, 'আমরা গত বছর মদসংক্রান্ত কেলেঙ্কারি নিয়ে অনেক কথাবার্তা শুনেছি। এক হাজারের বেশি তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। কিন্তু তারা একটি পয়সাও উদ্ধার করতে পারেনি। তারা কেবল অভিযোগ করে যাচ্ছে। আমি অনেক তদন্ত করেছি। কিন্তু কিছুই পাইনি।' কেজরিওয়াল বলেন, 'সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতেও কিছু পাওয়া যাবে না। নির্বাচন আসছে এবং তারা বুঝে গেছে, তারা হারছে। সুতরাং পরাজিত হতে যাওয়া দলের পক্ষ থেকে এটি শেষ চেষ্টা।' সঞ্জয় সিংকে গ্রেপ্তারের খবর আসার পর রাঘব চান্দাও অনুরূপ অভিযোগ করেন এবং তিনি বিজেপিকে সরাসরি আক্রমণ করেন।
চান্দা বলেন, 'তারা ১৫ মাস ধরে মামলার তদন্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু একটি রুপিও তারা খুঁজে বের করতে পারেনি। অনেক সময় এবং অনেক সম্পদ ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু তারা কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছু নয়। বিজেপি জানে, তারা হেরে যাচ্ছে।'

টুকরো খবর

খেলাপি ঋণে শ্রীলঙ্কার কাছে বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে রিজার্ভ, রেমিট্যান্স কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে ঋণখেলাপ। সর্বশেষ হিসাব বলছে, চলতি বছরের জুন পর্যন্ত খেলাপি ঋণ দেড় লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।
বিশ্বব্যাংকের হিসাব বলছে, দক্ষিণ এশিয়ায় খেলাপি ঋণে বাংলাদেশ দ্বিতীয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, আর্থিক খাতে সুশাসনের অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব, বিচারহীনতার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বড় কোনো ঋণ খেলাপির আইনের আওতায় আসার কোনো নজির বাংলাদেশে নেই। এখানে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত না দিয়ে ঋণখেলাপি হওয়া একটি শ্রেণির কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটের একটি কৌশলে পরিণত হয়েছে। এই টাকা দেশের বাইরে পাচার হয়। আবার এই ঋণখেলাপিদের ঋণ আদায়ের নামে নানা 'সুবিধা' দেয় সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, চলতি বছরের জুন পর্যন্ত মোট খেলাপি ঋণ এক লাখ ৫৬ হাজার ৩৯ কোটি টাকা। এটা মোট বিতরণ করা ঋণের ১০.১১ শতাংশ। ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখ ৪২ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকা। গত মার্চ শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল এক লাখ ৩১ হাজার ৬২০ কোটি ৮০ লাখ টাকা, যা ছিল মোট ঋণের ৮.৮ শতাংশ। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ ২৪ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা বেড়ে এক লাখ ৫৬ হাজার ৩৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এক বছর আগে, অর্থাৎ গত বছরের জুন শেষে খেলাপি ঋণ ছিল এক লাখ ২৫ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা বা মোট ঋণের ৮.৯৬ শতাংশ। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩০ হাজার ৭৮২ কোটি টাকা। বাংলাদেশে বিতরণ করা ঋণের সঙ্গে খেলাপি ঋণের তুলনা করলে তা এখন মোট ঋণের ১০. ১১ শতাংশ। সেই বিবেচনায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ খেলাপি ঋণে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। অর্থনৈতিক সংকটে থাকা শ্রীলঙ্কা আছে প্রথম অবস্থানে। তাদের খেলাপি ঋণের হার ১৩.৩৩ শতাংশ, পাকিস্তানে ৭.৪ শতাংশ, ভারতে ৩.৯ শতাংশ। যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. নুরুল আমিন বলেন, ব্যাংককে হতে হবে ব্যবসায়ীবান্ধব। তারা যদি ব্যবসায়, শিল্পে সহায়তা করে, তাহলে এই খাত শক্তিশালী হবে, অর্থনীতি লাভবান হবে। কিন্তু আমাদের এখানে হয়েছে রাজনীতিবান্ধব। রাজনৈতিক বিবেচনায় তারা কাজ করে বা করতে বাধ্য হয়। ফলে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বাড়ছে। ব্যাংকগুলো দুর্বল হচ্ছে। যারা খেলাপি ঋণের নামে ব্যাংকের টাকা লুটে নিচ্ছে, দেশের বাইরে পাচার করছে, তাদের আমরা শাস্তির আওতায় আসতে দেখিনি। আর এখন আত্মীয়স্বজনরা মিলে ব্যাংক চালায়। তারা নিজেরা ইচ্ছেমতো ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। আবার অন্যদের ঋণ পেতে সহায়তা করে তাদের ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। এটা এখন ঋণ লেনদেনের ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে যা অনেক ক্ষেত্রেই লুটপাট, বলেন এই ব্যাংকার। এদিকে বাংলাদেশের রিজার্ভ কমছেই। রেমিট্যান্সও কমছে। কমছে রপ্তানি আয়। বাংলাদেশের রিজার্ভ এখন ২২ বিলিয়ন ডলারের নীচে নেমে এসেছে। এটা আইএমএফএর অনুমোদিত রিজার্ভের চেয়ে কম। অন্যদিকে আইএমএফএর দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ নিয়েও সংকট তৈরি হয়েছে। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর নির্বাহী পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, এই খেলাপি ঋণের টাকা দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায়। আর আমাদের যে রেমিট্যান্স কম আসছে তার পিছনে আছে অর্থ পাচারকারী চক্র। তারা প্রবাসী ভাইদের রেমিট্যান্স ডলারের উচ্চ হার দিয়ে দেশের বাইরে কিনে নিচ্ছে। এরপর এখানে ব্যাংক থেকে নেয়া টাকায় তা পরিশোধ করছে। ফলে ঋণখেলাপিরা যে টাকা নেয় তা দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায়। ব্যাংকের মাধ্যমে ডলারও কম আসে। ফলে অর্থনীতির ওপর চাপ পড়ছে। রেমিট্যান্স আসা কমে যাওয়ায় রিজার্ভ অব্যাহতভাবে কমে যাচ্ছে। আমি আশঙ্কা করছি, রিজার্ভ আরো কমে যাবে। আগামী কয়েক মাস নির্বাচনের কারণে সরকারের নজর রাজনীতির দিকে বেশি থাকবে। কম থাকবে অর্থনীতির দিকে। ফলে সরকারে যারা আসবেন তাদের সামনে প্রচুর অর্থনৈতিক সমস্যা থাকবে। তার কথা, ঋণ নিয়ে নানা সংকটের কারণে কেউ ঋণখেলাপি হতেই পারেন। কিন্তু আমাদের দেশে সেটা খুবই কম। এখানে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ইচ্ছে করে ফেরত দেয়া হয় না। এই কারণেই খেলাপি ঋণ হয় এখানে। তারা ক্ষমতাশালী। তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাসহ আরো অনেক ক্ষমতা আছে। এটা একটা দুষ্টচক্র। এদের কোনো বিচার না হওয়ায় ব্যাংক থেকে ঋণের নামে টাকা নিয়ে তা ফেরত না দেয়ার একটি সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। এটা ব্যাংকের টাকা লুটপাটের একটা কৌশল হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক যে হিসেব দেয় বাস্তবে তার চেয়ে খেলাপি ঋণ অনেক বেশি হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। ব্যাংক খাতে খেলাপি হয়ে যাওয়া আদায় অযোগ্য ঋণকে তিন বছর পর অবলোপন (রাইট) করতে পারে ব্যাংক, যা খেলাপির তালিকায় না রেখে পৃথক হিসাব রাখা হয়। পুনঃতফসিল করা ঋণের হিসাবও খেলাপি ঋণের তালিকায় থাকে না। আর আদালতে রিট করেও অনেকে খেলাপি হওয়া আটকে রেখেছেন। কয়েক বছর আগে আইএমএফের হিসাবে বাংলাদেশে প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ তিন লাখ কোটি টাকা বলা হয়। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, খেলাপি ঋণ বাস্তবে তিনগুণ বেশি, সাড়ে চার লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। অনেক ঋণ নিয়ে আদালতে মামলা আছে। এর পরিমাণ দুই লাখ পাঁচ হাজার কোটি টাকা। ফলে তা বাংলাদেশ ব্যাংক দেখাতে পারে না। আর ৫৫ হাজার কোটি টাকা আছে রাইট অফ করা ঋণ। এই দুই লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা বাদ দিয়ে বাকি এক লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা ক্লাসিফায়েড ঋণ হিসেবে দেখানো হয়। তিনি বলেন, এইসব খেলাপি ঋণের পেছনে আছে রাজনৈতিক এবং ক্ষমতার প্রভাব। সবচয়ে বড় ঋণখেলাপী প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হয়ে বসে আছে। এরা অনেক পাওয়ারফুল। এভাবেই চলতে থাকবে। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে দেখা যাক কী হয়। যদি সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক সংঘাত বেড়ে যায় তাহলে এই বড় বড় ঋণ খেলাপিরা পালিয়ে যাবে। আর এভাবে চলতে থাকলে অর্থনীতি কলাপসের দিকে যাবে।

সম্পাদকীয়

ইইউর আর্থিক সহায়তা টিউনিশিয়ার প্রত্যাখ্যান

সেপ্টেম্বরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঘোষণা দেয়া আর্থিক সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেছেন টিউনিশিয়ার রাষ্ট্রপতি কাইস সাইদ। তিনি বলেছেন, সহায়তার পরিমাণ কম এবং এটি তিন মাস আগে স্বাক্ষরিত অন্য চুক্তির বিরুদ্ধে যায়। সাইদের এমন প্রতিক্রিয়ার ফলে জুলাই থেকে শুরু হওয়া 'কৌশলগত অংশীদারত্ব' দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এই অংশীদারত্বের মধ্যে মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সীমান্ত কঠোর করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উত্তর আফ্রিকার দেশটি থেকে ইউরোপে আসতে চাওয়া অভিবাসীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ার ফলে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সেপ্টেম্বরে ইউরোপীয় কমিশন জানিয়েছিল, আফ্রিকা থেকে ইউরোপে অনিয়মিত অভিবাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চুক্তির অংশ হিসেবে টিউনিশিয়াকে ১২৭ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা) সহায়তা প্রদান করা হবে। সাইদ বলেছেন, ইইউর ঘোষণা টিউনিশিয়া প্রত্যাখ্যান করেছে। সেটা কেবল অল্প পরিমাণের কারণে নয়, প্রস্তাবটি জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। জুলাইয়ের চুক্তিতে টিউনিশিয়ার বিপর্যস্ত অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় অর্থ উদ্ধার এবং অভিবাসন সংকট মোকাবেলায় সহায়তার জন্য এক বিলিয়ন ইউরোর (প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা) প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১০ দিন আগে আগে প্রতিশ্রুতির তুলনায় অনেক কম সহায়তার এই ঘোষণা টিউনিশিয়ার কর্তৃপক্ষকে হতাশ করেছে। দেশটি এখন অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য লড়াই করছে এবং ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে দেশটির সরকার আগামি মাসগুলোতে ঋণখেলাপিতে পরিণত হতে পারে। টিউনিশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে ইটালির লাম্পেদুসা দ্বীপে রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসীর আসাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। অভিবাসন চুক্তির বিস্তারিত আলোচনার জন্য গত সপ্তাহে ইউরোপীয় কমিশনের একটি প্রতিনিধি দলের সফর স্থগিত করেছে টিউনিশিয়া। এর আগে সেপ্টেম্বরে টিউনিশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকের জন্য ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বৈদেশিক বিষয়ক কমিটির পাঁচ সদস্যকে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিল টিউনিশিয়া। তারা বলেছিল, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনুমতি দেয়া হবে না। জার্মানিসহ কিছু ইউরোপীয় দেশ এই অভিবাসন চুক্তির বিরোধিতা করেছে। দেশগুলো মনে করে যে, সাইদের ক্ষমতা দখলের পর এই রাজনৈতিক এবং মানবাধিকার সংকট তৈরি হয়েছে। সাইদ টিউনিশিয়ার পার্লামেন্ট স্থগিত করে দিয়ে, একটি ডিক্রির মাধ্যমে দেশ শাসন করছেন। বিরোধীরা এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্লাস্টিক ধ্বংস করতে সুপার এনজাইমের খোঁজ

জার্মানির লাইপসিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা একটি এনজাইম খুঁজে পেয়েছেন যেটি রেকর্ড সময়ে প্লাস্টিক ধ্বংস করতে পারে। ১৬ ঘণ্টায় পিইটি প্লাস্টিকের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ধ্বংস করতে পারে এটি।

তবে এই প্রক্রিয়া কার্যকর করতে একে ৬০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করতে হয়। লাইপশিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ডিস্টিয়ান জনেনডেকারের দল বিশ্বাস করে, প্লাস্টিক সমস্যা সমাধানের মূল চাবিকাঠিহতে পারে বায়োটেকনোলজি। তিনি বলেন, ''প্রকৃতি কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখি, এবং তারপর সেটা কপি করি। প্রকৃতি এনজাইম ব্যবহার করে পলিমার ধ্বংস করে। আমরাও সেটাই করছি।''

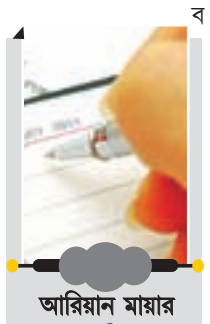

আরিয়ান মায়ার
প্রাবন্ধিক

লাইপশিসের অন্যতম এক প্রধান কবরস্থানের কম্পোস্টের স্তূপে এই এনজাইম খুঁজে পেয়েছিলেন তারা।

জনেনডেকার বলেন, ''পাতায় মোমের আবরণের মতো কিছু থাকে। কিউটিন পলিয়েস্টারের কারণে এমনটা মনে হয়।

কিউটিন একটি পলিমার, যা এস্টার বন্ধনীর মাধ্যমে তৈরি হয়। পিইটিও তাই। অনেক বায়োপ্লাস্টিকের ক্ষেত্রেও বিষয়টা এমন। এনজাইম বিভিন্ন ধরনের পলিয়েস্টার চিনতে ও ভেঙে ফেলতে পারে যা একটা সুবিধা। প্লাস্টিক সমস্যার একটা বায়োলজিক্যাল সমাধান পেয়ে আমরা খুশি।''

এনজাইম কত দ্রুত কাজ করে সেটা আমাদের দেখান জনেনডেকার। ৬০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকলে একদিনে পিইটি প্যাকেট পুরো ধ্বংস হয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু কিছু বিল্ডিং ব্লক। ভাগ্যক্রমে এনজাইমটি পেয়েছিলেন গবেষকেরা।

জনেনডেকার জানান, ''আমরা এর নাম দিয়েছি পিএইচএলসেভেন। এর মানে হচ্ছে, পলিয়েস্টার হাইড্রোলেজ লাইপশিস। আর সেভেন দেয়ার কারণ, ৯টি এনজাইমের মধ্যে সাত নম্বরটি সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে।''

জনেনডেকারের দল এখন পরবর্তী ধাপে কাজ করছে। তারা এনজাইমের ডিএনএ পরিবর্তন করতে চান, যেন এটি আরও দ্রুত প্লাস্টিক খেয়ে ফেলতে পারে। এজন্য তারা অনেকগুলো পরিবর্তন নিয়ে কাজ করছেন। প্রতিটি সংস্করণ তারা আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখছেন। এভাবে তারা পরবর্তী গবেষণার জন্য সবচেয়ে কার্যকরটি বাছাই করছেন।

তারা আধুনিক প্রযুক্ত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তারও সহায়তা নিচ্ছেন।

গবেষকেরা প্রতিদিন হাজার হাজার এনজাইম পরীক্ষা করে সুপার এনজাইমের খোঁজ করছেন। প্লাস্টিক বর্জ্য টেকসইভাবে রিসাইক্লিং করতে তারা বড় লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন।

মহারাষ্ট্রের হাসপাতালে ১৬ সদ্যোজাতসহ মৃত ৩১

মহারাষ্ট্রের নানদেদের হাসপাতালে গত দুই দিনে ৩১ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ১৬টি সদ্যোজাত শিশুও আছে।

সোমবার এখানে ২৪ জন মারা গেছিলেন। মঙ্গলবার মারা গেছেন সাতজন। দুইদিনে ৩১ জন মারা যাওয়ার পর এই হাসপাতাল ও তার অব্যবস্থা নিয়ে প্রবল হইচই হচ্ছে। এই হাসপাতালে ভর্তি ৭১ জনের অবস্থা সংকটজনক।

অভিযোগ, এই হাসপাতালে কর্মী সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। পর্যাপ্ত ওষুধও পাওয়া যাচ্ছে না।

হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, মহারাষ্ট্রে সব সরকারি হাসপাতাল একটি নির্দিষ্ট ইনস্টিটিউট থেকে ওষুধ কেনে। সেখান থেকে ওষুধ পাওয়া যায়নি।

এই হাসপাতালে ১৬ জন সদ্যোজাত শিশু দুইদিনে মারা গেছে। এই হাসপাতালে ১৬ জন সদ্যোজাত শিশু দুইদিনে মারা গেছে।

মুক্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে জানিয়েছেন, তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তাদের রিপোর্ট পেলেই দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিরোধীদের দাবি, রাজ্য

সরকারকে এই মৃত্যুর দায় নিতে হবে। দুই মাস আগেই থানেতে ছত্রপতি শিবাজি হাসপাতালে একদিনে ১৮জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এবার নানদেদে হলো। এরকম চলতে পারে না।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই বছরের বাচ্চার বাবা এনডিটিভিকে জানিয়েছেন, তার বাচ্চা এই হাসপাতালে সাতদিন ধরে ভর্তি আছে। তার হৃদযন্ত্রের কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু এই হাসপাতালে এসে তারা জানতে পারেন, বাচ্চার নিউমোনিয়া হয়েছে। কিন্তু এই হাসপাতালে পর্যাপ্ত ওষুধ নেই। কর্মীদের ব্যবহার ও আচরণ খুব খারাপ। তারা এখন মুম্বই গিয়ে মেয়েকে দেখাতে চান।

শহ্ররাও চবন হাসপাতালে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শহ্ররাও চবন হাসপাতালে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন, হাসপাতালের ঘর তাদেরই মুছতে হয়। হাসপাতাল থেকে ওষুধ পাওয়া য়ায় না। সব ওষুধ বাইরে থেকে আনতে হয়। নার্সরা ইঞ্জেকশন দেয় না। তাদেরই এই কাজ করতে হয়। হাসপাতালে কোনো যন্ত্র কাজ করে না। বাথরুমে অকথ্য নোংরা। সেখানে পচা খাবার ফেলা হয়।

দুই জার্মানির পুনরেকত্রীকরণের প্রেক্ষাপট

মাটিয়াস ফন হেলফেল্ড

জার্মান পুনরেকত্রীকরণ দিবস। ১৯৯০ সালের ৩রা অক্টোবরের রাত। বার্লিনে হাজার হাজার মানুষ জার্মানির পুনরেকত্রীকরণ উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার মোড় অন্য দিকেও ঘুরতে পারতো।

বার্লিনে রাইশসটাগ ভবনের উপরের রাতের আকাশে যখন আতশবাজির ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ল, তখন উপস্থিত প্রায় সবারই চোখে আবেগাশ্রু। তাঁরা এমন এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হওয়ার সুযোগ পেলেন, যা শুধু জার্মানি নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানুষও কখনো সম্ভব বলে মনে করেন নি। এক শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে সাবেক পূর্ব জার্মানির জনগণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে শাসকদের ক্ষমতা থেকে তাড়িয়ে দেয়। একটিও গুলি খরচ হয় নি, কোনোরকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে নি, কারো কোনো ক্ষতি হয় নি। ১৯৯০ সালের ৩রা অক্টোবর জিডিআর বা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের অংশ হয়ে যায়। জার্মানি আবার একটি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

তৎকালীন জার্মান প্রেসিডেন্ট রিশার্ড ফন ভাইৎসেকার সেদিন রাতে জার্মানির পুনরেকত্রীকরণের সঙ্গে ইউরোপীয় সমন্বয় প্রক্রিয়ার যোগসূত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ''জার্মান হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। এক ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের কাঠামোর মধ্যে থেকে আমরা বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করতে চাই।''

সেসময়ে চ্যান্সেলারের দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন রুডল্ফ সাইটার্স। চ্যান্সেলার হেলমুট কোল'এর বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে প্রায় ১২ মাস ধরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন তিনি। ৩রা অক্টোবর রাতে তিনিও ছিলেন বার্লিনে। রাতে তাঁরও ঘুম হয় নি। তিনি বলেন, ''অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে পশ্চিম জার্মান দূতাবাসের বাগানে যে পূর্ব জার্মান শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের পশ্চিমে যাবার অনুমতি যোগাড় করতে আসরে নেমেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হান্স ডিট্রিশ গেনশার। সেই আলোচনায় আমিও অংশ নিয়েছিলাম। জার্মান সংসদে আমি পুনরেকত্রীকরণ সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলাম।''

৩২৯ দিনের খতিয়ান

১৯৮৯ সালের ৯ই নভেম্বর বার্লিন প্রাচীরের পতন থেকে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত ৩২৯ দিন ছিল গোটা প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতাদের নানা জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে অনেক সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। বিশেষ করে পূবের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কাজ মোটেই সহজ ছিল না। কেন্দ্রীয় শাসিত সমাজতান্ত্রিক এক রাষ্ট্রব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে সেজায়গায় স্থাপিত হলো ফেডারেল বিকেন্দ্রিক এক কাঠামো। পূর্বাঞ্চলে নতুন ৫টি রাজ্যের সীমানা রচনা করতে হয়েছে। পূবের মুদ্রার জায়গায় চালু হয়েছে পশ্চিমের ডয়চে মার্ক। এই প্রক্রিয়ায় কোনোরকম ঢিলেঢালা মনোভাব দেখানোর সুযোগ ছিল না। তৎকালীন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভের কল্যাণে গোটা পূর্ব ইউরোপ জুড়ে 'পেরেস্ত্রয়িকা' ও 'গ্লাসনস্ত'এর যে আবহ তৈরি করেছিল, তার নিজস্ব চালিকা শক্তির গতি কমানোর কোনো উপায় ছিল না।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

পুনরেকত্রীকরণের বিষয়টি শুধু দুই জার্মানির রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল না। সাম্প্রতিক অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইউরোপের অনেক দেশে আবার এক পুনরেকত্রীত জার্মানিকে ঘিরে সন্দেহ ও আশঙ্কা দানা বাঁধছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার তো প্রায় বেঁকে বসেছিলেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রঁসোয়া মিতেরঁও একেবারে কোনো উৎসাহ দেখান নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বিষয়টি ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ারশ জোটের ভবিষ্যৎ ও ন্যাটোর প্রভাবপ্রতিপত্তি কী হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল।

ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে ভাগ্যও জার্মানির সহায় হয়েছিল। সেসময়ে বিশ্বের অন্য কোনো প্রান্তে অন্য কোনো বড় ঘটনা আন্তর্জাতিক সমাজের মনোযোগ কেড়ে নেয় নি। ফলে বিশ্ব নেতারা ইউরোপের হৃদয়ের এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন। এর ঠিক পরেই ইরাকের কুয়াইত আক্রমণ প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। এই ঘটনা আগে ঘটলে জার্মানির পুনরেকত্রীকরণ প্রক্রিয়া অনেক জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারতো।

সাময়িকী

জনগণ মূক ও বধির হলে নির্বাচন গণমাধ্যমও নীরব থাকে

নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে বধির ও মূক জনগণ নির্বতনমূলক রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা যখন স্বেচ্ছায় মেনে নেয় তখন শুধু গণমাধ্যমের কাছ থেকে নির্বাচনে যথাযথ ভূমিকার আশা করাটা বোকামি এবং নিরর্থক। কোন্ ধরনের সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশ নিবে কীনা, দেশের মানুষ অবাধে ভোট দিতে পারবে কীনা বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কীনা - এসব নিয়ে জনমনে শঙ্কা এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্ক থাকলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন নির্বাচনের একটি আবহ ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক চাপের কারণে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন কতটা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে তা এখন সর্বস্তরে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে, বরাবরের মতই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। কোনো কোনো দেশীয় ও বিদেশি সংস্থা নির্বাচন রিপোর্টিংয়ে সাংবাদিকদের সিদ্ধহস্ত করে তুলতে প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করছে। কিন্তু সবশেষ দুটি সংসদ নির্বাচনে গণমাধ্যমের প্রতি সরকারের আচরণ এবং ওই নির্বাচনগুলোতে গণমাধ্যমের নতজানু ভূমিকার কারণে সাধারণ জনগণই শুধু নয়, খোদ মাঠ পর্যায়ের সাংবাদিকদের মধ্যেও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব আছে। একটি দেশের জাতীয় নির্বাচনে গণমাধ্যমের কতটা শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে এবং সে ভূমিকার প্রভাব কেমন হতে পারে তা নিয়ে গণমাধ্যম, রাজনীতি ও সাংবাদিকতা শাস্ত্রে বহু গবেষণা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দেশ পরিচালনায় নাগরিকদের সম্পৃক্ততার অনেক উপায় থাকলেও সাধারণ জনগণের জন্য সর্বাধিক প্রচলিত অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি হলো নির্বাচনের সময় ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া। এই ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রক্রিয়াটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, নির্বাচনের সময় রাজনীতিতে গণমাধ্যমের ইতিবাচক কিন্তু সীমিত প্রভাব রয়েছে। আবার কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, নির্বাচনে গণমাধ্যম রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বা রাজনীতিবিদদের আচরণ কি রকম হবে তা নির্ধারণ করে দেয়। অর্থাৎ রাজনীতির গণমাধ্যমীকরণ হয়ে থাকে। ভূমিকার মাত্রা যেমনই হোক না কেন, সঠিক ও নির্ভুল তথ্য তুলে ধরা এবং অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করার মাধ্যমে গণমাধ্যম নির্বাচনের সময় জনগণের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত এবং শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কাছে প্রত্যাশা থাকে তারা দুটি উপায়ে ভূমিকা রাখবে। প্রথমত, নির্ভুল ও সঠিক তথ্যের মাধ্যমে তথ্যসমৃদ্ধ নাগরিক সমাজ তৈরি করা যার ফলে ভোটাররা বিভিন্ন প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলের অগ্রাধিকার এবং এজেন্ডাগুলো বুঝতে পারে। দ্বিতীয়ত, পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং রাজনীতিবিদদের তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করা। এই দুটি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে গণমাধ্যম মানুষকে স্বাধীন ও স্বশাসিত হওয়ার জন্য যে ধরনের তথ্য প্রয়োজন তা সরবরাহ করে। এদিক থেকে নির্বাচনের সময় গণমাধ্যম 'জনগণের চোখ ও কান' হিসেবে কাজ করে। গণমাধ্যমগুলোর নির্বাচনে এমন ধরনের ভূমিকা রাখার নজির প্রায় ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে তকমা পাওয়ার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনকালীন সরকারের ধরন এবং নির্বাচনী ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে এই ১১টি নির্বাচনকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হলো কনসোলিডেট নির্বাচন, যে নির্বাচনগুলো একটি রাজনৈতিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নির্বাচনী ফলাফলের মাধ্যমে সেই সরকারই আবার ক্ষমতায় এসেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা সবশেষ দুটি নির্বাচনের কথা বলতে পারি। এ ধরনের নির্বাচনকালীন সরকারের আচরণ এবং এই নির্বাচনগুলোর গ্রহণযোগ্যতা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। দ্বিতীয়টি হলো ট্রানজিশনাল নির্বাচন, যে নির্বাচনগুলো একটি অস্থায়ী সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নতুন একটি রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করেছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে এই নির্বাচনগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বেশি। ৯১, ৯৬ (১৫ ফেব্রুয়ারি ছাড়া), ২০০১ ও ২০০৮ সালে এ ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা অবাধে নির্বাচন কাভার করার ক্ষেত্রে সুখকর স্মৃতি হিসেবে এসব নির্বাচনের কথাই উল্লেখ করে থাকেন।

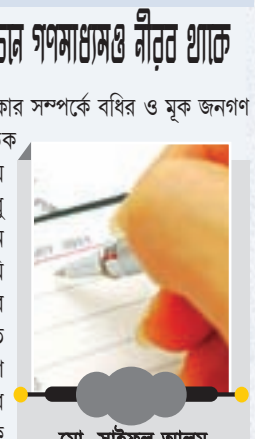

মো. সাইফুল আলম
কলামিস্ট

জানা অজানা

ইরানে এবার নির্যাতনে মুমূর্ষু কিশোরী

ইরানে নীতি পুলিশের নির্যাতনে এবার এক স্কুলছাত্রী কোমায়। এই ঘটনাকে গত বছর পুলিশের হেফাজতে মাহসা আমিনির মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করছেন অনেকে।

হিজাব না পরায় ইরানে ১৬ বছর বয়সি এক কিশোরীকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে ইরানের নীতিপুলিশের বিরুদ্ধে। কুর্দিভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হেনগাও অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস মঙ্গলবার জানিয়েছে, তেহরানের একটি মেট্রো স্টেশনে আরমিতা গারাওয়ান্দকে নীতিপুলিশের নারী কর্মকর্তারা নির্যাতন করেন। বিমান বাহিনীর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মেয়েটি জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সএ (সাবেক টুইটার) দেয়া বার্তায় জানিয়েছে তারা। সংগঠনটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, রোববার শোহাদা আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে ওই কিশোরীকে নির্যাতন করে নীতিপুলিশের সদস্যরা। এ সময় সে গুরুতরভাবে আহত হয়। কঠোর নিরাপত্তায় তাকে এখন চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

মারিয়াম লতফি নামে স্থানীয় এক নারী সাংবাদিক গারাওয়ান্দকে দেখতে যেতে চাইলে কর্তৃপক্ষ তাকে সাময়িকভাবে বন্দি করে রাখে বলে জানিয়েছে হেনগাও। তারা আরো জানায়, কুর্দি অধ্যুষিত পশ্চিম ইরানের কেরমানশাহ থেকে আসা গারাওয়ান্দ তেহরানে বসবাস করতো। এদিকে গারাওয়ান্দের সঙ্গে সেদিন কোনো সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করেছে তেহরানের মেট্রোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ দোরস্তি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ২২ বছর বয়সি মাহসা আমিনি নীতিপুলিশের হাতে বন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। যথাযথভাবে হিজাব না পরায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর ইরানজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। সেই বিক্ষোভ বিশ্বের অনেক দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল তখন।

পাঠকের চিঠি

অপরাধের তান্ডব

আজকাল দেশের প্রতিটি রাজ্যে কম বেশি, ধর্ষণ, গণ ধর্ষণ, খুন,হত্যা, আত্ম হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটছে ও অপরাধের তান্ডব লীলা চলছে।কোনো রাজ্যই আজ অপরাধ মুক্ত নয়।এ জন্য পুলিশ, প্রশাসন, সরকার কে দোষ দিয়ে লাভ কি।তারা কি ১৩০ কোটি জনতার ঘরে পাহারা দিয়ে থাকবে।বলার অর্থ এই নয় যে যারা অপরাধ করছে তাদের সাজা দেওয়া উচিৎ নয় সকল অপরাধীদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন এখানে কোনো দয়া মায়া নেই,কোনো রাজনৈতিক সংরক্ষণ নেই।তার সাথে সাথে মানুষ গড়ার শিক্ষার ও প্রয়োজন।আজ যারা সমাজে অপরাধ করছে তাদের আমরা মানুষ করতে পারি নি,সৎ শিক্ষা দিতে পারি নি ,রোজগার দিতে পারিনি এজন্য আমরা মাবাবা,শিক্ষক, সরকার,পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থা সবাই দায়ী।তাই আজ এই সব জঘন্য অপরাধ গুলোকে দূর করার জন্য আমাদের সবাই কে সচেতন হতে হবে ও উচিৎ ব্যবস্থা নিতে হবে।পরের মাথায় দোষ দিয়ে নিজেদের সাধু সাজা চলবে না।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে শুরু বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান ২.০

এক রাতের অভিযানে ইতিমধ্যে ৯১৬ জন অবৈধ স্বামী, পরিবারের সদস্য, কাজী মোল্লা গ্রেফতার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সেপ্টেম্বরে রাজ্যে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান ফের একবার শুরু হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে এই অভিযান সেপ্টেম্বরে না হলেও ২ অক্টোবরের রাতে অবশেষে শুরু হয়েছে। গত এক রাতে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান ২.০ এ ইতিমধ্যে ৯১৬ জন অবৈধ স্বামী, পরিবারের সদস্য, কাজী মোল্লা গ্রেফতার হয়েছেন। বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানে ধুবড়ি জেলা থেকে সর্বাধিক ১৯২ জন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাছাড়া কাছাড় জেলায় ৩৪ জন ব্যক্তি, করিমগঞ্জ জেলায় ৪৭ জন ব্যক্তি এবং হাইলাকান্দি জেলায় ৫৯ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান শুরু হওয়ার প্রথম দিন ৩ হাজার অবৈধ স্বামী এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার হয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানে প্রথম পর্যায়ে ৪২৩৫ টি অভিযোগের বিপরীতে ৩০০০ হাজার ব্যক্তির মধ্যে ৯৩ মহিলাও ছিলেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিবাহের বিরুদ্ধে রাজ্যের অভিযান শুরু হবে বলে বারংবার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অবশেষে সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ২ অক্টোবর রাত থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান ২.০। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একসঙ্গে এই অভিযান শুরু করা হয়েছিল। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় পুলিশের ব্যাপক অভিযানের ফলে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের থানায় রাখার জায়গা কম পড়ছে। এমনকি তাদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসার জন্য গাড়িরও অভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু যাবতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হলেও পুলিশ খুঁজে খুঁজে বাল্যবিবাহের সঙ্গে জড়িত অবৈধ স্বামী, পরিবারের সদস্য, কাজী, মোল্লা প্রত্যেককে থানায় তুলে নিয়ে এসেছে।

রাজ্যে ফের একবার শুরু হওয়া বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান ২.০ এর অধীনে সরকারি তথ্য অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে মোট ৯১৬ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে বেসরকারি মতে এই সংখ্যা ১০৩৯ জন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী গ্রেফতার হওয়া ৯১৬ জন ব্যক্তি ব্যক্তির মধ্যে মোট অভিযুক্ত ছিলেন ১০৪১ জন। এর মধ্যে অবৈধ স্বামীর সংখ্যা ৫৫১। তাছাড়া পরিবারের সদস্য ৩৫১ জন এবং কাজী মোল্লা রয়েছেন ১৪ জন। মোট ৭০৬ টি মামলা রজ্জু করে পুলিশ এই বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান চালিয়েছে। রাজ্যে ধুবড়ি জেলায় সর্বাধিক ১৯২ জন ব্যক্তির মধ্যে অবৈধ স্বামী রয়েছেন ৮০ জন, পরিবারের সদস্য ১১২ জন। এই জেলাটিতে ১২৫ টি মামলা রজ্জু করা হয়েছিল। দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ গ্রেপ্তার অভিযান বরপেটা জেলায় চালিয়েছে পুলিশ। এই জেলায় ২৪৪ টি মামলার বিরুদ্ধে মোট ১৪২ জন ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন। এরমধ্যে অবৈধ স্বামীর সংখ্যা ৭২ জন এবং পরিবারের সদস্য ৬১ জন। কাজী মোল্লার সংখ্যা ৯ জন।

বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলায় ২২ টি মামলার বিরুদ্ধে মোট গ্রেপ্তার হয়েছেন ৩৪ জন। এরমধ্যে স্বামীর সংখ্যা ১৯ জন এবং পরিবারের সদস্য ১৫ জন। একইভাবে করিমগঞ্জ জেলায় ৪০ টি মামলার বিরুদ্ধে ৪৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এরমধ্যে অবৈধ স্বামীর সংখ্যা ৩৩ জন এবং পরিবারের সদস্য ১৪ জন। তাছাড়া হাইলাকান্দি জেলায় ৪৫ টি মামলার ক্ষেত্রে ৫৯ জন ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছেন। এরমধ্যে ৪৫ জন স্বামী এবং ১৪ জন পরিবারের সদস্য রয়েছেন। তবে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো অবৈধ স্বামী, পরিবারের সদস্য এবং কাজী মোল্লারা গ্রেফতার হবেন বলে জানা গেছে।

আলফা শিবিরে দুই জঙ্গি নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা স্বীকার করে আলফা স্বাধীনের প্রেস বিবৃতি, গোয়েন্দাগিরি ছাড়াও মোট ১৭ টি অভিযোগের বিচার হিসাবে লাচিত হাজরিকা, নয়নমণি চেতিয়াকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড

রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া, ডিজিপি জিপি সিংহের তাৎপর্যপূর্ণ টুইট

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আলফা নেতা লাচিত হাজরিকা, নয়নমণি চেতিয়াকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড। সতীর্থের মৃত্যুদণ্ডের কথা স্বীকার করে প্রচার মাধ্যমে আলফা স্বাধীনের প্রেস বিবৃতি। গত ১৮ সেপ্টেম্বর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ব্রিগেডিয়ার সেলিম ওরফে লাচিত হাজরিকা এবং বর্ণালী ওরফে নয়নমণি চেতিয়া। গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তথ্য প্রচার করা সহ ১৭টি অভিযোগের ভিত্তিতে ম্যায়ানমারে স্থিত আলফা শিবিরে এই মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়টি ঘিরে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে ডিজিপি জিপি সিংহ তাৎপর্যপূর্ণ ট্যুইট করেছেন। আলফার ২ নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার খবর জানিয়ে প্রচার মাধ্যমে মঙ্গলবার প্রেস বিবৃতি পাঠিয়েছে আলফা স্বাধীন। প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা তথ্য অনুসারে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনটির নিম্ন পরিষদের প্রাক্তন উপসভাপতি ব্রিগেডিয়ার এ জেড শিরোনাম অসম ওরফে লাচিটা হাজারিকা এবং প্রাক্তন পিটিই বর্ণালী অসম ওরফে নয়নমণি চেতিয়া সংগঠনের সংবিধান এবং নীতি আদর্শকে চূড়ান্তভাবে অবমাননা করেছেন। বিশেষ করে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীকে সহযোগ করা, মহিলা সৈনিকের দ্বারা সতীর্থকে ব্ল্যাকমেইল করে শত্রুপক্ষের সামনে আর অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করানো, শিবির থেকে পলায়ন করা সদস্য আটক হওয়ার পর বোঝানোর পরিবর্তে বাদ বিচার না করে আটক করা স্থানে অনুমতি বিহীনভাবে হত্যা করে অসম পুলিশের মতো ভুয়া সংঘর্ষে মৃত্যু হওয়া বলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ভুল তথ্য প্রদান করে বিপথে পরিচালিত করা, চেতিয়া এবং দেউরি উপাধির অসম পুলিশের জেলা সুপার পর্যায়ের অফিসার এবং ভারতীয় সেনা অফিসারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুজন জেনে শুনে সংগঠনে অস্ত্রশস্ত্র রেডিও ইত্যাদি বিকল করে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া, বিনা বিচারে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কথায় কথায় কনিষ্ঠ সদস্য ও সদস্যদের বেত্রাঘাত করে শারীরিক অত্যাচার চালানো, সৈনিক সদস্যদের ব্ল্যাকমেল করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা, দুজনে মিলে শিবিরে মতানেক এবং বিভেদ সৃষ্টি করে বাকি সদস্যদের বশ করে অবিসন দিতে লিপ্ত হওয়া, সংগঠন ব্যবহার করে গোপন পথ গুলোর তথ্য শত্রুপক্ষকে জানানো, নতুন সদস্য পলায়নের জন্য অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি গোপন পথ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা ইত্যাদি বহু অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। আলফা স্বাধীনের প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ থাকা অনুযায়ী গত ৯ সেপ্টেম্বর বর্ণালী অসমকে গ্রেফতার করে জেরা করা হয়েছিল। সেই জেলায় অসম পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কথা বর্ণালী অসম নিজে স্বীকার করে অপরাধের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। এর ফলে গত ১৮ সেপ্টেম্বর দুজনকেই মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশনা জারি করা হয়। অবশেষে গত ২০ সেপ্টেম্বর দুইজনকে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। আলফা স্বাধীনের এই স্বীকারোক্তির পর রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতীকের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার সেলিম ওরফে লাচিত হাজরিকা এবং বর্ণালী ওরফে নয়নমণি চেতিয়ার পরিবারের সদস্যরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সংগঠনটি নেতা পরেশ বড়ুয়ার বিরুদ্ধে যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দিয়ে নিজেদের সন্তানের মৃতদেহ ফিরিয়ে দেবার দাবি জানিয়েছেন। আত্মসমর্পণ করা আলফা নেতা অনুপ চেতিয়া এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন বর্ণালী ওরফে নয়নমণি চেতিয়াকে তিনি চেনেন না। তবে ব্রিগেডিয়ার সেলিম ওরফে লাচিত হাজরিকাকে তিনি ভাল করেই চেনেন। পাকিস্তানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাচিত হাজরিকা অত্যন্ত অমায়িক। গত প্রায় ৩০ বছর ধরে এই নেতা সংগঠনের জন্য কাজ করছেন। কিন্তু এভাবে অসমীয়া যুবক যুবতীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত উচিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়া। এদিকে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে টুইট করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি নিজের টুইটের মাধ্যমে বলেন জঙ্গল থেকে আসা ভূমিপুত্র যুবকযুবতীর মৃত্যুর হৃদয়বিদারক খবর প্রত্যেককে চিন্তিত করেছে। অসমের যুবকযুবতীদের প্রতি তার অনুরোধ যেই ব্যক্তি কিংবা সংগঠনের জন্য তাদের জীবন গুরুত্বপূর্ণ নয় সেই ব্যক্তি কিংবা সংগঠনের জন্য জীবন নষ্ট করা উচিত নয় বলে উল্লেখ করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

নিযুক্তি প্রক্রিয়ার পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করলে সর্বাধিক ১০ কোটি টাকার জরিমানা, ১০ বছরের কারাদণ্ড, সরকারের নতুন অর্ডিন্যান্সের কথা ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের ২ হাজার টাকা মূল্যের উপরের পুরস্কার পাওয়া সামগ্রী জমা পড়বে নতুনভাবে স্থাপন করা তোশাখানায়

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পরীক্ষায় নকল করার দিন শেষ। এবার থেকে পরীক্ষায় নকল করার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে অন্যথায় ব্যাপক আর্থিক জরিমানা এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। অসম সরকার নিয়ে আসা নতুন অর্ডিন্যান্স অনুসারে নিযুক্তি প্রক্রিয়ার পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করলে সর্বাধিক ১০ কোটি টাকার জরিমানা এবং ১০ বছরের কারাদণ্ডের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন নিযুক্তি প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি যোগ্য মেধাবী প্রার্থী যাতে প্রাধান্য পায় সেই উদ্দেশ্যে এই নতুন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে সরকার। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের ২ হাজার টাকা মূল্যের উপরের পুরস্কার পাওয়া সামগ্রী নতুনভাবে স্থাপন করা তোশাখানায় জমা করা হবে বলে জানালেন তিনি।

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন নিযুক্তি প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে নকল করা অর্থাৎ অসৎ উপায় অবলম্বন করা পরিলক্ষিত হয়। পরীক্ষায় শুধুমাত্র নকল ধরা পড়া নয় আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার মতো বহু ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এমনকি রাজ্যে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের নিযুক্তি প্রক্রিয়ার পরীক্ষার দিন সারা অসম জুড়ে সরকারকে ইন্টারনেট কর্তন করতে হয়েছিল। একমাত্র নকল এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই সরকার এই ব্যবস্থা নিয়েছিল। ইন্টারনেট কর্তনের বিরুদ্ধে একাংশ ব্যক্তি আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেও সেটা খারিজ হয়ে যায়। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সহ শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা নিযুক্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আয়োজিত যাবতীয় পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করা অহরহ চোখে পড়ে। তবে সেটা সাময়িকভাবে বন্ধ করার প্রচেষ্টা করা হলেও সম্পূর্ণভাবে আটকানো আজও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এবার এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ অর্ডিন্যান্স তথা অধিসূচনা এনে সম্পূর্ণ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এক নজর বিহীন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে মঙ্গলবার আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন নিযুক্তি প্রক্রিয়ায় অসৎ উপায় অবলম্বন করা পরীক্ষার্থীর হবে ৩ বছরের কারাদণ্ড। তাছাড়া সঙ্গে থাকবে ১ লক্ষ টাকার জরিমানা। নকল সরবরাহ করা থেকে শুরু করে পরীক্ষার্থীরা অবৈধভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই শাস্তি দেওয়া হবে। তবে শুধুমাত্র নকল সরবরাহ করা নয় পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করা, এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার পাশাপাশি ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ১০ কোটি টাকা জরিমানা আদায় দিতে না পারলে অতিরিক্ত আরো দুই বছরের কারাদণ্ডের ব্যবস্থার কথা অর্ডিন্যান্সে উল্লেখ রয়েছে। অসৎ উপায় প্রশ্ন দেওয়া পরীক্ষক, অন্য নামে পরীক্ষা দেওয়া ব্যক্তি, প্রশ্নপত্র ফাঁস করা, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ছাপানো, প্রশ্নপত্র প্রচার করা, বিক্রি ক্রয় করা, পরীক্ষায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের নকল সরবরাহ করা ব্যক্তি, পরীক্ষা ব্যবস্থা জড়িত পদাধিকারী ম্যানেজমেন্ট এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাও শাস্তি এবং জরিমানা সম্মুখীন হবেন বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু অনেক সময় দেখা যায় একজন ব্যক্তির হয়ে অন্য একজন ব্যক্তি পরীক্ষা দিচ্ছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। সেই প্রশ্নপত্র

কোনো ব্যক্তি বিক্রি করছেন এবং কোনো ব্যক্তি ক্রয় করছেন। কোনো ব্যক্তি আবার সেই প্রশ্নপত্র ছাপায় জড়িত রয়েছেন। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি আবার ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখে সেটা সরবরাহ করেন। অসৎ উপায় অবলম্বন করা প্রতিজন ব্যক্তি এই অর্ডিন্যান্সের অধীনে আসবেন বলে জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন এপিএসি থেকে শুরু করে টেট পরীক্ষা সবেতে এই অর্ডিন্যান্স প্রযোজ্য হবে। এপিএসি, ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট কমিশনের পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় নিযয়োগের ক্ষেত্রে আযয়োজন করা পরীক্ষা, সেবা নিযুক্তির ক্ষেত্রে আযয়োজন করা পরীক্ষা, মেডিকেল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অনুষ্ঠিত করা পরীক্ষা, আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এর দ্বারা অনুষ্ঠিত পরীক্ষা, শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে আযয়োজিত পরীক্ষা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা, পুলিশ সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পরীক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় পরীক্ষা গুলো এই অর্ডিন্যান্স এর অধীনে আনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ভাবে যাতে নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং যোগ্য এবং মেধা সম্পন্ন প্রার্থীরা যাতে সুযোগ পায় এই উদ্দেশ্যে সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। অন্যদিকে গতকাল অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা পাওয়া উপহার নিজের বলে দাবি করতে পারবেন না। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা ২ হাজার টাকা মূল্যের উপরের পুরস্কার পাওয়া সামগ্রী জমা করা হবে পড়বে নতুনভাবে স্থাপন করা তোশাখানায়। সময়ে সময়ে তোশাখানায় জমা পরা সামগ্রী নিলাম করা হবে। পুরস্কার হিসেবে পাওয়া সামগ্রী নিলাম করা অর্থ সরকারের খাজানায় জমা করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

ডিব্রুগড়ে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম নর্থইস্ট হাফ মারাথন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ও ইনোভেশনস ইন্ডিয়ার দ্বারা আয়োজিত হবে

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তর পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশ ও রাষ্ট্র নির্মাণের দৃষ্টিকোণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বছরের সর্ববৃহৎ রাণিং ইভেন্টের সাক্ষী হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে ডিব্রুগড়। ডিব্রুগড়ের বগিবিলে ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার সর্বপ্রথম নর্থইস্ট হাফ মারাথন অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন, ক্রীড়ার ক্ষমতায়ন এবং ভারতের বিখ্যাত চা শহর ডিব্রুগড়ের প্রচারের মূল লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং ইনোভেশনস ইন্ডিয়া নর্থইস্ট হাফ মারাথন আয়োজন করার জন্য হাত মিলিয়েছে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক, সাই, অসম অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন, অসম পুলিশ ও বিক্রান ফাউন্ডেশন সহ অন্যান্যদের দ্বারা নর্থইস্ট হাফ মারাথন, ডিব্রুগড়কে সমর্থন করা হবে। এই হাফ মারাথনের লক্ষ্য হবে ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের ক্ষমতায়ন করা এবং উত্তর পূর্ব ভারতে ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা। এই সম্পর্কে আজ রেলওয়ে অফিসার রেস্ট হাউস, ডিব্রুগড়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের মাননীয় রাজ্যমন্ত্রী শ্রী রামেশ্বর তেলি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী য়েতেন্দ্র কুমার ও তিনসুকিয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী উত্তম প্রকাশ এই ইভেন্ট সম্পর্কে বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানের কিউরেটর ক্যাপ্টেন রাহুল বালি মারাথন, প্রাইজমানি ও ট্রফি সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য তুলে ধরেন। নর্থইস্ট হাফ মারাথন নিশ্চিতভাবে ডিব্রুগড়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চে আলোকিত করে তুলবে কারণ সমগ্র দেশ ও বিদেশ থেকে ৩০০০-এর অধিক সংখ্যক দৌড়বিদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। বিজয়ীদের ৬.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পুরস্কারের পাশাপাশি অতিরিক্তভাবে ট্রফি, মেডেল ও মেধাভিত্তিক প্রশংসাপত্রও প্রদান করা হবে। ডিব্রুগড়ে এই হাফ মারাথনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে ক্রীড়াবিদদের ক্ষমতায়ন করার পাশাপাশি দর্শনীয় বগিবিল ব্রিজ, পবিত্র জগন্নাথ মন্দির এবং অবশ্যই মন্ত্রমুগ্ধকর চা বাগানগুলির মতো ডিব্রুগড়ের বিভিন্ন ইউএসপি তুলে ধরবে, যা পর্যটনের প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। উত্তর পূর্ব ভারতে ক্রীড়াবিদদের ক্ষমতায়ন ও ক্রীড়া কার্যকলাপের বিকাশের লক্ষ্যে সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে ম্যারাথনের সিরিজ হিসেবে এই নর্থইস্ট হাফ ম্যারাথন আয়োজন হচ্ছে। পরিকল্পিত সিরিজের প্রথম ম্যারাথন রবিবার ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে মালিগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সমগ্র দেশের পাশাপাশি বিদেশের আনুমানিক ৩০০০ দৌড়বিদ এই দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিজয়ীদের ট্রফি, মেডেল ও সার্টিফিকেটের পাশাপাশি ১১ লক্ষ টাকার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এই ম্যারাথনের জন্য আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা www.nehmdibrugarh.com এ রেজিস্টার করতে সক্ষম হবেন। এই হাফ ম্যারাথন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রকাশিত হবে।

পাঁচ দফা দাবি নিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষার সংসদ অভিযান কর্মসূচি পালন

আলিপুরদুয়ার ঃ গত বছর টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সহ একাধিক দাবি নিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অভিযান কর্মসূচি পালন করলো ২০২২ প্রাথমিক টেট পাশ ঞ.ঋড.ঋঞ ঐক্য মঞ্চ। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে আগামী ১০ই ডিসেম্বর ২০২৩ এর ডিসেম্বরে নতুন করে টেট পরীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে, ২০২২ এর টেট উত্তীর্ণদের ইন্টারভিউ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে, দ্রুত রাজ্য সরকারের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে আপডেট ভ্যাকেন্সিতে ২০২২ এর টেট উত্তীর্ণদের নিযয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।এছাড়াও পর্ষদ সভাপতির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বছরে দুবার নিযয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে,এই সমস্ত দাবি নিয়ে ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণদের সংগঠন,২০২২ প্রাথমিক টেট পাশ ডি এল এড ঐক্য মঞ্চ আলিপুরদুয়ার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন কে ডেপুটেশন প্রদান করেন।

বেপরোয়া লরির ধাক্কায় গুরুতর আহত হলো এক মোটর বাইক চালক। উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালায় ঘাতক লড়িটিতে

মালদা ঃ বেপরোয়া লরির ধাক্কায় গুরুতর আহত হলো এক মোটর বাইক চালক। উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালায় ঘাতক লড়িটিতে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা শহরের রবীন্দ্রভবন এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কালিয়াচক থেকে মালদাগামী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর বাইককে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় ওই বাইক চালক। এরপর উত্তেজিত জনতা ঘাতক লরিটিকে আটক করে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। যদিও পড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হলো এক পরিযায়ী শ্রমিকের

মালদা ঃ ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হলো এক পরিযায়ী শ্রমিকের । বুধবার সকালে কফিনবন্দী দেহ ফিরলো ইংরেজবাজার থানার নতুন নঘরিয়া গ্রামে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম ইতেকাপ শেখ (২৮)। এক মাস আগে গুজরাটের সুরাটে টাওয়ারের কাজে পাড়ি দিয়েছিল ওই যুবক। কিন্তু আর বাড়ি ফেরা হলো না। গত শনিবার টাওয়ার থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় তার। বুধবার তার কফিন বন্দী দেহ গ্রামে ফিরতে গোটা গ্রাম জুড়ে শোক নেমে আসে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত সদরগছ এলাকা রাস্তার পাশ থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার,ব্যাপক চাঞ্চল্য বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের সদরগছ এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে যে এদিন স্থানীয়রা প্রথমে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখতে পান।

উদ্বোধনী ম্যাচে স্টোকসের খেলা অনিশ্চিত

কলকাতা ঃ বিশ্বকাপ খেলার জন্যই অবসর ভেঙে ওয়ানডেতে ফিরেছেন বেন স্টোকস। তবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে খুব সম্ভবত খেলা হচ্ছে না তাঁর। ৩২ বছর বয়সী ইংলিশ অলরাউন্ডার নিতম্বের ছোটখাটো সমস্যায় ভুগছেন। আগামীকাল ইংল্যান্ডের নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি তিনি মিস করতে পারেন। এরই মধ্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন ও টিম সাউদি। উইলিয়ামসন ও স্টোকস দুজনই ২০১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছিলেন। সর্বশেষ আসরের ফাইনালে খেলা দুই দলের ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ। ২০১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ৮৪ রানের ইনিংস খেলে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক ছিলেন স্টোকস। এর তিন বছর পর ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেও বিশ্বকাপ সামনে রেখে আগস্টে আবার দলে ফেরেন। বিশ্বকাপের মূল পর্বে নামার আগে দুটি ওয়ার্মআপ ম্যাচ ছিল ইংল্যান্ডের। এর মধ্যে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেসে যায়। আর বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে স্টোকস মাঠে নামেননি। আজ আহমেদাবাদে নিউজিল্যান্ড ম্যাচ সামনে রেখে অনুশীলন শুরুর আগে স্টোকসকে নিয়ে কথা বলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার। স্টোকসের চোট পরিস্থিতির খবর দিয়ে তাঁকে না খেলানোর ইঙ্গিত দেন অধিনায়ক বাটলার, 'তাঁর নিতম্বে ছোটখাটো সমস্যা আছে। যদি খেলার মতো ফিট না থাকে, খেলবে না। যদি ফিট থাকে, খেলবে। আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। টুর্নামেন্টের শুরুতেই কাউকে বড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। শেষের কাছাকাছি সময়ে চোটের বিষয়ে হয়তো ঝুঁকি নেওয়া যাবে। আর এটা কিন্তু অনেক লম্বা টুর্নামেন্ট।' ইংল্যান্ড আজ রাতে তাদের একাদশ চূড়ান্ত করবে জানিয়ে বাটলার বলেন, 'দেখা যাক, আজকের অনুশীলন এবং অনুশীলনপরবর্তী অবস্থা কেমন থাকে। এরপর আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব।' স্টোকস না খেললে তাঁর জায়গায় একাদশে ঢুকবেন হ্যারি ব্রুক। ২৪ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানকে নিয়ে বেশ আশাবাদী ইংল্যান্ড অধিনায়ক, 'আমরা জানি, সে কী চমৎকার একজন খেলোয়াড়। সে অনেক বেশি ওয়ানডে খেলেনি। তবে এই সংস্করণের সঙ্গে ও জুতসইভাবে মিলে যাওয়ার কথা। এখানে লম্বা সময় ধরে ব্যাটিংয়ের সুযোগ আছে, বড় রান তোলা যায়। যেটা ও উপভোগ করে।' নিউজিল্যান্ড প্রথম ম্যাচে পাচ্ছে না উইলিয়ামসন ও সাউদিকে। মার্চের শেষ সপ্তাহে আইপিএলে ফিল্ডিংয়ে চোট পেয়েছিলেন উইলিয়ামসন, সেই চোট কাটিয়ে বিশ্বকাপ দলে ফিরলেও শতভাগ ফিট হতে আরেকটু সময় নিচ্ছে কিউই ম্যানেজমেন্ট। সাউদি চোটে পড়েছিলেন গত মাসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে। আঙুলের অস্ত্রোপচার করানো এই পেসার শুরুর দিকের একাধিক ম্যাচ মিস করতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক টম ল্যাথাম, 'অস্ত্রোপচারের পর দুই সপ্তাহের মতো হতে চলল। ভালোভাবেই সুস্থ হয়ে উঠছে। আমরা আশাবাদী। আর সুস্থ হয়ে ওঠার বিষয়টি যেহেতু দিন ধরে ধরে দেখার ব্যাপার। আশা করি, তাঁকে পেতে খুব বেশি দেরি হবে না।'

'মদকাণ্ডে' নিষিদ্ধ ফুটবলারদের জন্য বন্ধ হচ্ছে জাতীয় দলের দরজাও

ঢাকা ঃ শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বসুন্ধরা কিংসের পাঁচ ফুটবলারদের সামনে জাতীয় দরজাও আপাতত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ১২ ও ১৭ অক্টোবর মালদ্বীপের সঙ্গে ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রাক্‌বাছাইয়ের দুটি ম্যাচে সম্ভবত তাঁদের নেওয়া হবে না। এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও ঘটনাক্রম সেদিকেই যাচ্ছে। আজ বাফুফের নির্বাহী কমিটির সভা শেষে তেমন ইঙ্গিতই মিলেছে। বিষয়টা নিয়ে বাফুফের সভায় আলোচনা হয়নি। তবে সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তের বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন বলেছেন, 'ওই খেলোয়াড়দের জাতীয় দলের জন্য বিবেচনা করা কঠিন। কারণ, আমি মনে করি শৃঙ্খলাজনিত শাস্তি সবার জন্যই হওয়া উচিত। আমার যেটা মনে হয়, কোচ সম্ভবত তাদের জাতীয় দলে নেবে না।' এরপর বাফুফে সভাপতি জানিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত মতও, 'যখন একটা ক্লাব শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা নেয়, বাফুফেকে একটা চিঠি দিয়ে ফেলে, তখন আমার মনে হয় না তারা জাতীয় দলের জন্য বিবেচনায় আসবে।' বাফুফে সভাপতি বলেন, '৩-৪ দিন আগে বসুন্ধরা কিংস থেকে আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, শৃঙ্খলাজনিত কারণে তারা ৪-৫ জন খেলোয়াড়কে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে। খেলোয়াড়েরা ক্লাবের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। ক্লাব যখন শৃঙ্খলাজনিত কারণে ব্যবস্থা নেয়, বাফুফের দায়িত্ব হয়ে যায় বিষয়টা দেখা। আমরা সেটা দেখছি। তদন্ত করতে দিয়েছি।' সভা শেষে বাফুফের এক সদস্য প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, নিষিদ্ধ খেলোয়াড়দের দলে নিতে চান না বলে কোচ হাভিয়ের কাবরেরাই বাফুফেকে জানিয়ে দিয়েছেন। ওই সদস্য বলেন, কোচ এই খেলোয়াড়দের না নেওয়ার পক্ষে। কোচ বাফুফে সভাপতিকে বলেছেন, এটা বিবেচনা করা যাবে না। অভিযুক্ত ৫ ফুটবলার হলেন তপু বর্মণ, আনিসুর রহমান, তৌহিদুল আলম সবুজ, শেখ মোরসালিন ও রিমন হোসেন। এর মধ্যে আনিসুর রহমান ও তপু বর্মণ নিয়মিত জাতীয় দলের একাদশের খেলোয়াড়। রিমন কিছুদিন আগে জাতীয় দলে নিয়মিত খেললেও এখন নিয়মিত নন। ১৮ বছরের তরুণ শেখ মোরছালিন গত জুন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নজর কেড়েছেন। আফগানিস্তানের সঙ্গে সর্বশেষ দুটি ম্যাচেও খেলেছেন। এখন তিনি জাতীয় দলে নিয়মিত মুখ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে গোল করেছেন। জাতীয় দলের খেলেছেন ৭ ম্যাচ। তৌহিদুর রহমান সবুজ অবশ্য জাতীয় দলে নেই বেশ কয়েক বছর। কিংসের হয়েও তিনি খুব নিয়মিত নন। অভিযোগ আছে, গত ২০ সেপ্টেম্বর এএফসি কাপে মালদ্বীপের মাজিয়া ক্লাবের বিপক্ষে মালেতে ৩১ গোলে অপ্রত্যাশিত হারের পরদিন দেশে ফেরার সময় ওই পাঁচ ফুটবলার অবৈধ মদ এনেছিলেন। হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরের কাস্টমস কর্মকর্তারা তাঁদের কাছে ৬৪ বোতল বিদেশি মদ পেয়েছেন বলে জানিয়েছে একটি সূত্র। তবে অনেকের সন্দেহ, ১০০ বোতলের কাছাকাছি ছিল মদ। বিমানবন্দর কাস্টমস হাউস সূত্রে জানা গেছে, দুটি ব্যাগে আসা মদের মোট পরিমাণ ১০০ লিটারের বেশি। ওই পাঁচ ফুটবলারকে বসুন্ধরা কিংস সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ২ অক্টোবর এএফসি কাপে ভারতের ওড়িশা এফসির সঙ্গে তাদের স্কোয়াডে রাখা হয়নি। পাশাপাশি বিষয়টা অধিকতর তদন্ত করছে কিংস কর্তৃপক্ষ। আজ বাফুফের সভা শেষে বাফুফের সহসভাপতি ও বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ইমরুল হাসান বলেছেন, 'একটা অভিযোগ এসেছে। আমরা সাময়িকভাবে তাদের নিষিদ্ধ করেছি। একটা তদন্ত কমিটির গঠন করেছি। প্রতিবেদন পাওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। প্রথমে আমরা খেলোয়াড়দের শোকজ করেছি। তাদের কাছে উত্তর পেয়ে বরখাস্ত করার পরদিন বাফুফেকে জানিয়েছি।'

ক্রিকেট ম্যাচে মারামারির দিনগুলোই রোহিতকে শিখিয়েছে জীবন

আহমেদাবাদ ঃ রোহিত শর্মার বয়স তখন ১১ বছর। স্থানীয় এক ক্রিকেট ম্যাচে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরা প্রতারণা করায় খেপে গিয়েছিল রোহিত। মারামারি বেধে যায় যায়, এমন পরিস্থিতিতে রোহিতের সতীর্থরা ভয়ে চম্পট দিয়েছিল। কিন্তু কিশোর রোহিত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিল। রাগ দমাতে না পেরে দুই ঘা বসিয়েও দিয়েছিল প্রতিপক্ষকে!

ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর সঙ্গে খোলামেলা আলাপচারিতায় সেসব দিনের কথা স্মরণ করেছেন রোহিত শর্মা, 'মনে আছে ওদের (প্রতিপক্ষ) বলেছিলাম, তোমরা যা করলে সেটা কিন্তু ভালো হলো না। তখন অনেক কারণেই মারামারিতে জড়িয়ে পড়তাম।' তবে ভয়ও ছিল। মারামারি করে গা হাতপা রক্তাক্ত করে বাসায় গেলে পরিবার তো আস্ত রাখবে না!

কলোনিতে খেলাধুলার সেই দিনগুলোয় সাইকেল ছাড়াও আকর্ষণীয় সব পুরস্কার ছিল কিশোরদের জন্য। স্বাভাবিকভাবে এসব পুরস্কারের প্রতি লোভ থেকেই যেকোনো মূল্যে ম্যাচ জিততে চাইত সবাই। সে ভাবনা থেকেই আসলে মাঝেমধ্যে প্রতারণার আশ্রয় নিতে হতো। রোহিত হাসতে হাসতে সেসব দিন স্মরণ করে বলেছেন, 'কলোনির ম্যাচগুলোয় আকর্ষণীয় সব পুরস্কার ছিল। সাইকেল থেকে টাকাপয়সাও দেওয়া হতো। বয়স কম ছিল, তাই সবাই পুরস্কারগুলো জিততে চাইত। তবে সত্যি বলতে, প্রতারণার কোনো জায়গা নেই এবং যারা এসব করে তাদের সঙ্গে মারামারি করতেই হতো।'

১১ বছর বয়সী সেই রোহিতের বয়স এখন ৩৬। ছোটবেলার ক্রিকেটের প্রতি সে ভালোবাসা ধরে রেখেই ভারতীয় ক্রিকেটে কিংবদন্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু ভারতীয় ক্রিকেট কেন, সাদা বলে রোহিতের মতো ওপেনার ইতিহাসে আর ছিল কি না, তা নিয়ে গবেষণাও হতে পারে। হোটেলে সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলার সময় রোহিত কামরার এক কোণা দেখিয়ে বললেন, 'এই যে জায়গাটুকু দেখছেন (কামরায় কোণার জায়গাটুকু), আমাদের (ছোটবেলায়) কক্ষটা ছিল এমন। দাদা বিছানায় ঘুমাতেন। দাদি, চাচাচাচির সঙ্গে আমি মেঝেতে ঘুমাতাম। আমার একটা বিষয় ছিল। পা দিয়ে কাউকে কিংবা কোনো কিছু স্পর্শ করতে না পারলে ঘুমাতে পারতাম না।'

আর্থিক অবস্থা অতটা ভালো না থাকায় রোহিতকে নিজের কাছে রেখেছিলেন তাঁর দাদা। রোহিতের মা-বাবাকে বলেছিলেন, তাঁর অন্য ভাইকে লালনপালন করতে। রোহিতের ভাষায়, দাদা তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, 'রোহিতকে আমাদের কাছে ছেড়ে দাও। ছোটটাকে (রোহিতের ছোট ভাই) নিয়ে যাও। এভাবেই বোরিয়াভাল্লিতে থাকা শুরু হয় আমার। ভাইকে নিয়ে আমার মা-বাবা ডোম্বিভিলিতে থাকতেন (রোহিতের দাদার বাসা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে)। প্রায় ১০০ বর্গফুটের বাসায় আমরা আটজন থাকতাম।'

সেই রোহিত এখন স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে থাকেন ওরলিতে, ৫ হাজার ৫০০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট বাসায়। কিন্তু ফেলে আসা সেসব দাহকালের দিন রোহিতকে জীবন সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে বুঝতে শিখিয়েছে। ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের এই অধিনায়কের মুখেই শুনুন, 'বাবা হিসেবে এখন আমি বুঝতে পারি সেই ব্যথাটা কেমন ছিল। আমাকে ছেড়ে আসা মা-বাবার জন্য কতটা কঠিন ছিল, সেটা এখন বুঝি। প্রথম সন্তান হলেও তাঁদের সিদ্ধান্তটি নিতে হয়েছিল। এমন না যে তাঁরা এটাই চেয়েছিলেন। দাদা ছিলেন পরিবারের হর্তাকর্তা। তাঁর সিদ্ধান্তই শেষ কথা।' রোহিত এরপর হাসতে হাসতে বললেন, 'আর্থিকভাবে আমরা সচ্ছল ছিলাম না। চাইলেই কোনো কিছু পাওয়া যেত না... ভবিষ্যতে তাকিয়ে দাদার সিদ্ধান্তটা যৌক্তিকই ছিল।'

ফেলে আসা সেসব দিন রোহিতকে মানুষ হিসেবে আরও পরিপূর্ণ করেছে। সে জন্যই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারলেন, 'সেসব দিনগুলো পার করে এসেছি বলেই জানি জীবনে কোনো কিছুই সহজে অর্জন করা যায় না। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, তা কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের ওই পথটা পাড়ি দেওয়ার জন্যই। সহজে কোনো কিছু পেয়ে গেলে তার গুরুত্বটা বোঝা যায় না। যে পথে আমি বড় হয়েছি, সেটাই সাহায্য করেছে। প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।'

এক যুগ হয়ে গেল সর্বশেষ কোনো আইসিসির টুর্নামেন্ট জিতেছে ভারত। সেটি ২০১৩ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির হাত ধরে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। রোহিত কি পারবেন এবার বিশ্বকাপে সেই খরা ঘোচাতে? শুনুন তাঁর মুখেই, 'হ্যাঁ, আমরা জিততে পারিনি। কিন্তু ঠিক আছে। আমি এমন মানুষ নই যে এসব নিয়ে বেশি বেশি ভেবে নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যে সিদ্ধান্তই নিতে পারব না। ইংল্যান্ড কিন্তু ২০১৯ বিশ্বকাপ জিতেছে অনেক বছর পর। এমন হতেই পারে।' তাহলে চ্যাম্পিয়ন হবে কোন দল? রোহিত এই প্রশ্নের উত্তরে যেন সামনের পায়ে ডিফেন্স করলেন, 'এটার কোনো উত্তর নেই আমার কাছে। এটা এখন কীভাবে বলব? আমি শুধু আশা করতে পারি (ভারত) দল যেন ভালো অবস্থায় থাকে।'

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য মুখিয়ে আছেন বাবর

কলকাতা ঃ আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। এরপরই শুরু হবে বিশ্বকাপ শিরোপার জন্য ব্যাটবলের রোমাঞ্চকর লড়াই। বিশ্বকাপ সামনে রেখে এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না থাকলেও টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আইসিসি রাখে নানা আয়োজন। আজ যেমন ক্যাপ্টেনস ডেতে এক মঞ্চে দেখা গেছে ১০ অধিনায়ককে। যেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নিজেদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন তাঁরা। ক্যাপ্টেনস ডেতে পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমকে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলতে হয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে। ১৪ অক্টোবরের এই ম্যাচটির জন্য মুখিয়ে থাকার কথায় বলেছেন বাবর।

ক্যাপ্টেনস ডের এই অনুষ্ঠানে একসঙ্গেই মঞ্চে আসেন বাবর-রোহিত। তবে অনুষ্ঠানস্থলে আসার আগেই রোহিতের সঙ্গে দেখা হয় বাবরের। সেখানেও তাঁরা একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আর অনুষ্ঠানে বাবরের কাছ থেকে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে কেমন রোমাঞ্চিত, তা জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে বাবর বলেছেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই রোমাঞ্চিত। ১৪ অক্টোবরের আগে আমাদের আরও দুটি ম্যাচ খেলতে হবে। আমরা ম্যাচ ধরে ধরে আগাতে চাই। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সব সময় বড়। সবাই এ ম্যাচের অপেক্ষায় আছে।'

ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ। প্রতিবেশী দেশে এর আগে কখনো আসা হয়নি বাবরদের। টুর্নামেন্টের আগে বিশেষ কোনো চাপ বোধ করছেন কি না জানতে চাইলে বাবর বলেছেন, 'দেখুন, তেমন কোনো চাপ নেই। এখানকার কন্ডিশন পাকিস্তানের মতোই। আর আমরা এখানে এক সপ্তাহ আগে এসেছি এবং আমরা এখানে প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছি। তেমন কোনো পার্থক্য এখানে দেখছি না। বাউন্ডারি সীমানাগুলোও একই, বোলারদের জন্য ভুলের সুযোগ কম। খারাপ বল হলে ব্যাটসম্যানরা তা কাজে লাগাবেই। আপনাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে হবে। আমরা চেষ্টা করব খেলায় নিজেদের সেরাটা কাজে লাগানোর।' প্রথমবার ভারতে এসেছেন বাবর। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে সম্পর্ক শীতল হলেও বাবররা বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনায় পেয়েছেন। ভারতের আতিথেয়তা নিয়ে জানতে চাইলে বাবর বলেছেন, 'এটা খুব ভালো ছিল। আমরা দারুণ আতিথেয়তা পেয়েছি। এটা আমরা আশা করিনি। সবাই উপভোগ করছে। হায়দরাবাদে সপ্তাহটা দারুণ কেটেছে। মনেই হয়নি আমরা ভারতে আছি। মনে হচ্ছে, আমরা নিজেদের বাড়িতে আছি। আমরা প্রতি মুহূর্ত উপভোগ করছি। এটা সবার জন্য শতভাগ দেওয়ার এবং টুর্নামেন্ট উপভোগ করার দারুণ সুযোগ।'

এ সময় বাবরের কাছে হায়দরাবাদের বিরিয়ানি কেমন লেগেছে জানতে চান উপস্থাপক রবি শাস্ত্রী। জবাবে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেছেন, 'এ প্রশ্নের উত্তর এক শ বার দিয়েছি। অনেক বিরিয়ানি খেয়েছি। খুব ভালো লেগেছে।'

নিউজক্লিক : গ্রেপ্তার সম্পাদক, সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের সংবাদ পোর্টাল নিউজক্লিকের সম্পাদক সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। সংবাদ সংস্থা পিটিআই এখবর জানিয়েছে। চীনা অর্থায়নের অভিযোগে সন্ত্রাস দমন আইনে মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই পোর্টালের সাংবাদিক ও নিয়মিত লেখকদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলে।

সকাল থেকে ৩০টিরও বেশি জায়গায় ৩৭ জন পুরুষ এবং নয় জন নারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ভারতীয় সময় রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বাকি সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হলেও পোর্টালের সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ এবং আরও এক কর্মীকে ছাড়া হয় নি।

পিটিআই রাত নয়টা নাগাদ নিশ্চিত করে যে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাংবাদিক অভিসার শর্মা মঙ্গলবার সকালে প্রথম এক্স (আগের টুইটার) ¯ এ লেখেন যে তার বাড়িতে পুলিশ এসেছে।

রাত নয়টা নাগাদ তিনি ফের লেখেন, দিনভর দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমি বাড়ি ফিরলাম। প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে। ভয়ের কিছু নেই। যারা ক্ষমতায় আছে, বিশেষ করে যারা সাধারণ প্রশ্নকেও ভয় পায়, তাদের উদ্দেশ্যে আমি প্রশ্ন তুলতেই থাকব। কোনও মূল্যেই পিছিয়ে আসার প্রশ্ন নেই।

এই পোর্টালটিতে সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কাজকর্ম নিয়ে নিয়মিত প্রশ্ন তোলা হয় এবং ওখানে যারা নিয়মিত লেখেন, তাদের একটা বড় অংশই বিজেপি সরকারের সমালোচক বলে পরিচিত।

তবে সাম্প্রতিক তল্লাশি ও গ্রেপ্তারির সঙ্গে পোর্টালটিতে চীনা অর্থায়নের অভিযোগের যোগসূত্র আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সকাল থেকে শুরু হওয়া তল্লাশি অভিযানের বিরুদ্ধে দিল্লি, বিহার সহ নানা জায়গায় সাংবাদিক ও সমাজকর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। এই অভিযানকে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ বলেই বিক্ষোভকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি মনে করছে।

অগাস্ট মাসে নিউ ইয়র্ক টাইমস এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে লিখেছিল যে অন্য আরও অনেক গণমাধ্যমের সঙ্গে 'নিউজক্লিক'এ চীনা অর্থায়ন হয় ঘুরপথে। তারপরেই ভারত সরকার বিষয়টি নিয়ে সরব হয়।

সকাল থেকে শুরু অভিযান

সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে ৩০টিরও বেশি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের পরিচিত মুখ অভিসার শর্মা মঙ্গলবার সকালে এক্সএ (আগেকার টুইটার) করে জানান যে দিল্লি পুলিশ তার বাড়িতে পৌঁছিয়েছে এবং তার ফোন ও ল্যাপটপ নিয়ে যাচ্ছে।

এরপরে আরেক সাংবাদিক ভাষা সিং এক্সএ লেখেন এই ফোন থেকে শেষ টুইট। দিল্লি পুলিশ আমার ফোন বাজেয়াপ্ত করছে।

নিউজক্লিকের সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থকে তার বাড়ি থেকে দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানাচ্ছে কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।

সংস্থাটির সাংবাদিক ছাড়াও এমন বেশ কয়েকজনের বাড়িতেও তল্লাশি চলছে, যারা নিউজক্লিকের কর্মী নন, কিন্তু নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে থাকেন সেখানে। নিয়মিত প্রবন্ধকার, যাদের বাড়িতে তল্লাশি হচ্ছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন সমাজকর্মী তিস্তা সিতলওয়াড এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক পরঞ্জয় গুহ ঠাকুরতা, ইতিহাসবিদ সুহেল হাসমি। মিজ সিতলওয়াডকে তার মুম্বাইয়ের বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে আরেকটি সংবাদ পোর্টাল 'দ্য ওয়্যার'।

'অত্যন্ত উদ্বেগজনক' ঃ প্রেস ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া

নিউজক্লিকের সাংবাদিক ও লেখকদের বাড়িতে অভিযান সম্পর্কে সংস্থাটির কোনও প্রতিক্রিয়া আসে নি, কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে তাদের সংস্থায় চিনা অর্থায়নের অভিযোগ ওঠার পরে সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছিলেন, এগুলি নতুন কোনও অভিযোগ নয়। আগেও এই অভিযোগ উঠেছে। আমরা সঠিক জায়গায়, অর্থাৎ আদালতেই জবাব দেব কারণ বিষয়টি বিচারাধীন।

মঙ্গলবারের অভিযান নিয়ে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া বলেছে, নিউজক্লিকের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক ও লেখকদের বাড়িতে অভিযান অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা বিষয়টির দিকে নজর রাখছি এবং পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত মন্তব্য করা হবে।

তারা একটি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছে, 'ডিফেণ্ড মিডিয়া ফ্রিডম'।

নিউজক্লিকের সাংবাদিকদের এই অভিযানের সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছে নারী সাংবাদিকদের সংগঠন নেটওয়ার্ক অব উইমেন ইন মিডিয়া, ইন্ডিয়া।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিউজক্লিক সিনিয়র সাংবাদিক এবং বিজ্ঞানী, ভাষ্যকার এবং কলামিস্টদের বাড়িতে দিল্লি পুলিশের অভিযানের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এনডব্লিউএমআই।

সংবাদ পোর্টালের সাংবাদিকদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান নিয়ে সরগরম রাজনৈতিক মহলও।

বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের তরফে বিজেপি সরকারের গণমাধ্যমের ওপরে সাম্প্রতিক আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

তারা বলেছে, আমরা গণমাধ্যম ও সংবিধানে বর্ণিত মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে থাকছি।

গত নয় বছরে বিজেপি সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্ত সংস্থাগুলিকে দিয়ে গণমাধ্যমকে দমন ও হয়রানি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিবিসি, নিউজলন্ড্রি, দৈনিক ভাস্কর, ভারত সংবাদ, কাশ্মীরওয়ালা এবং দ্য ওয়্যারের মতো সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জোটের তরফে বিবৃতি দেওয়া ছাড়াও পৃথকভাবে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলীয় নেতা নেত্রীরা নিউজক্লিকের সাংবাদিকদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন।

ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর উড়িষ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আমার কোনও জবাবদিহি করার দরকার নেই। যদি কেউ অন্যায় করে থাকেন তাহলে তদন্ত সংস্থাগুলি তাদের কাজ করবে। এরকম তো কোথাও লেখা নেই যে আপনার কাছে যদি অবৈধভাবে অর্থ এসে থাকে, কোনও আপত্তিকর কিছু যদি থাকে তাহলেও তদন্ত সংস্থাগুলো কিছু করতে পারবে না!

নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট

এবছর অগাস্ট মাসের পাঁচ তারিখে নিউ ইয়র্ক টাইমস একটি দীর্ঘ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেটি আপডেট করা হয়েছে ১০ তারিখ।

সেখানে লেখা হয় যে চীনের পক্ষে প্রচারণা চালানোর জন্য বিপুল অর্থ খরচ করা হয় বিভিন্ন মাধ্যমে। এগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে বিক্ষোভ আন্দোলনকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা দেওয়া, তেমনই রয়েছে গণমাধ্যমে অর্থায়ন।

তারা লিখেছে, এর মধ্যমণি হলেন একজন ক্যারিশ্মাটিক মার্কিন মিলিয়নিয়ার, নেভিল রয় সিংঘম।

মি. সিংঘম আদতে শ্রীলঙ্কান বংশোদ্ভূত, তবে তার বাবার সময় থেকেই তারা যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী। মি. সিংঘম সাংহাইয়ে তার দপ্তর থেকে কাজ করেন বলে লিখেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস। তার বাবা আর্চিবল্ড সিংঘম একজন পরিচিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী।

তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী,স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং জাল সংস্থাগুলির মাধ্যমে মি. সিংঘম চীনা সরকারের মিডিয়া ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে থাকেন এবং বিশ্বব্যাপী তাদের প্রচার ব্যবস্থার অর্থায়ন করেন।

ম্যাসাচুসেটসের একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক থেকে ম্যানহাটনের একটি সভাক্ষেত্র, দক্ষিণ আফ্রিকার একটি রাজনৈতিক দল থেকে ভারত আর ব্রাজিলে সংবাদ সংস্থায় মি. সিংঘমের সংস্থাগুলির মাধ্যমে কীভাবে কোটি কোটি মার্কিন ডলার দেওয়া হয়েছে তা খুঁজে বার করা গেছে, লিখেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস।

প্রগতিশীলতার গুণগান করতে গিয়ে চীনা সরকারের বক্তব্যগুলি তুলে ধরা হয় ওই সব সংগঠনগুলির মাধ্যমে, জানিয়েছে ওই পত্রিকাটি।

ওই প্রতিবেদনেই ভারতের নিউজক্লিকের নাম উল্লেখ করেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস।

নিউজক্লিকের সঙ্গে চীনা সম্পর্ক

নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে ভারতীয় সংবাদ পোর্টাল নিউজক্লিকের নাম একবারই উল্লেখ করা হয়েছে।

লেখা হয়েছে, কর্পোরেট তথ্য দেখাচ্ছে যে মি. সিংঘমের নেটওয়ার্ক নিউজক্লিক নামের একটি সংবাদ পোর্টালে অর্থায়ন করেছেন, যারা চীনা সরকারের ভাষ্যগুলি তাদের খবরে আলতো করে ছড়িয়ে দেয়। একটি ভিডিওতে লেখা হয়েছে 'চীনের ইতিহাস শ্রমিক শ্রেণীকে এখনও উদ্বুদ্ধ করে'।

ভিডিওটির লিঙ্ক প্রতিবেদনে এম্বেড করে দেওয়া হয়েছে।

সেটিতে ক্লিক করে দেখা গেল ইউটিউবে নিউজক্লিকের চ্যানেলে ২০১৯ সালে ২রা অক্টোবরের একটি ভিডিও সেটি।

গত চার বছরে মাত্রই ৮২৬৯ জন ভিডিওটি দেখেছেন। ভিডিওর 'ডেসক্রিপশন'এ লেখা হয়েছে ১৯৪৯ সালের চীনা বিপ্লবে ৭০ তম বার্ষিকীতে 'পিপলস ডেসপ্যাচ' সেই বিপ্লবের ইতিহাস ফিরে দেখেছে এবং কীভাবে একটি সামন্ততান্ত্রিক দেশ থেকে সামাজিক চরিত্রবিশিষ্ট এক বিশ্বশক্তি হয়ে উঠল, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখনও চীনা বিপ্লবের ইতিহাস শ্রমিক শ্রেণী এবং সারা পৃথিবীর যেখানে যারাই পুঁজিবাদী শোষন ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ভিডিওটি শুরু হয়েছে মাও সে তুংয়ের একটি ঘোষণা দিয়ে।

প্রশ্ন উঠছে শুধুমাত্র প্রতিবেদনে এক অনুচ্ছেদ উল্লেখ আর একটি ইউটিউব ভিডিও লিঙ্ক দিয়েই কি নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রমাণ করে দিল যে নিউজক্লিকে চীনা অর্থায়ন হয়েছে?

মি. সিংঘমকে ওই প্রতিবেদনে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে তিনি চীনা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ অস্বীকার করেছেন।

টুকরো খবর

আমেরিকা ইস্যুতে শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য কী ইঙ্গিত দিচ্ছে?

ঢাকা ঃ কেউ নিষেধাজ্ঞা দেবে না, তলে তলে আপস হয়ে গেছে ¯ আওয়ামী লীগ সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন বক্তব্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন আলোচনার সূত্রপাত করেছে। মি. কাদের এই বক্তব্য দেবার একদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনে বলেছেন, বেশি স্যাংশন দিলে আমরাও স্যাংশন দিতে পারি। তিনি আমেরিকাকে ইঙ্গিত করে কড়া সমালোচনা করেছেন। আমেরিকা ইস্যুতে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের বক্তব্য আলাদা ধরণের। এটি নিয়েই মূলত কৌতুহল। মি. কাদের তার বক্তব্যে ভারতের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন। তার কথায় ¯ দিল্লি আছে। আমেরিকার দিল্লিকে দরকার। আমরা আছি, দিল্লিও আছে। দিল্লি আছে, আমরা আছি। শত্রুতা কারো সঙ্গে নেই। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা, এমন ভারসাম্য সবার সঙ্গে করে ফেলেছেন,

আর কোনো চিন্তা নেই, মঙ্গলবার এক সমাবেশে বলেন ওবায়দুল কাদের। শেখ হাসিনা এবং ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যের তাৎপর্য কী? কিংবা এসব বক্তব্য কী বার্তা দিচ্ছে? বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা কোন মন্তব্য করতে চাননি। তারা মনে করেন, সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের বক্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেয়া ঠিক হবে না। তবে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বলেছেন, দলের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের বক্তব্যের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন, বলেন মি. নাসিম। প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন ভিসা নীতি সেটা কার্যকর হোক আর না হোক, তা নিয়ে আমাদের উদ্বেগের কিছু নেই। আর সাধারণ সম্পাদক যে বক্তব্য নিয়েছেন সেটিও অনর্থক নয়। এর মর্মার্থ দলের ভেতরে বাইরে যারা বোঝার তারা বুঝেছেন, বলছিলেন তিনি। মি. নাসিম বলেন, দলের নেতাদের নিজের দলের নেতাকর্মীদের যেমন বার্তা দেয়ার বিষয় থাকে, তেমনি যারা অপপ্রচার করে তাদের জবাব দেয়ারও বিষয় থাকে। প্রধানমন্ত্রী ও সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে বলে তিনি মনে করেন। দলটির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং অন্য আরেকটি দেশের নিজস্ব ভিসা নীতি নিয়ে বাংলাদেশের কারও চিন্তার কিছু নেই। সেটিই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সাধারণ সম্পাদক বোঝাতে চেয়েছেন যে ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব এবং জাতীয় স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা। এখানে বাংলাদেশকে আলাদা করে ক্ষুদ্র বা বিচ্ছিন্ন ভাবার সুযোগ নেই, মি. মাহমুদ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন। আমেরিকা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য দিয়ে আসছেন ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে।তখন বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‌্যাব ও তার কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমেরিকা। এরপর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বর্তমান সরকারের এই টানাপোড়েন শুরু হয়। এরপর যুক্ত হয় আগামী নির্বাচন নিয়ে ঢাকার নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নানা তৎপরতা, যা নিয়ে প্রকাশ্যেই বিভিন্ন সময় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের দিক থেকে। তবে আমেরিকাকে নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আরো বেশি সমালোচনামুখর হয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ভিসা নীতি ঘোষণার পর। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার মনে করেন, দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের 'চাঙ্গা করতেই' আমেরিকা ইস্যুতে এমন ধরণের বক্তব্য দিচ্ছেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা। কারণ নির্বাচন সামনে রেখে আমেরিকা আর কী পদক্ষেপ নেয় বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কী করে তা নিয়ে দলটির বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা আছে। সে কারণেই হয়তো পরিস্থিতিকে সহজ করতে কিংবা কর্মী সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে এমন বক্তব্য এসেছে শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের দিক থেকে। এগুলো খুব একটা পরিকল্পিত বলে মনে হয়নি বরং মনে হয়েছে কথার ফুলঝুরি মাত্র, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। আ্ওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে কথা বলে এমন ধারণা পাওয়া গেছে যে ওবায়দুল কাদের হয়তো ভিসা নীতিসহ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান চাপ নিয়ে নেতাকর্মীদের 'মনস্তাত্ত্বিক চাপ' কমানোর কৌশল হিসেবে এসব কথা বলছেন। কেউ কেউ আবার বলছেন 'এটি নিতান্তই রাজনৈতিক কৌশল' এবং এর মূল উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি যেভাবে ব্যাখ্যা করছে তার পাল্টা ধারণা জনমনে তৈরি করা। আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতা বলছেন, ভিসা নীতি নিয়ে পুলিশ, প্রশাসন কিংবা রাষ্ট্রের কোন অংশের মধ্যে যাতে 'চিন্তার ছাপ' তৈরি না হয় সেজন্য হয়তো মি. কাদের এভাবে বলে থাকতে পারেন। ড. সেলিম মাহমুদ মনে করেন, শেখ হাসিনা এবং ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হয়েছে এমনটা তারা মনে করেন না। প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে বলেছেন যে ভিসা নীতি একটা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এটি বাংলাদেশের কারও জন্য চিন্তার বিষয় নয়। অন্যদিকে ওবায়দুল কাদের বলতে চেয়েছেন যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব রয়েছে। উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা। আবার ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে, বাংলাদেশেরও আছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নিয়ে অপপ্রচারের যে সুযোগ নেই সেটিই আমাদের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, বলছিলেন তিনি। 'তলে তলে আপস হয়ে গেছে' বলে মি. কাদের কী বোঝাতে চেয়েছেন? সে প্রসঙ্গে মি. মাহমুদ কোন মন্তব্য করেননি। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শান্তনু মজুমদার মনে করছেন করছেন উভয় নেতার বক্তব্যই মাঠে দেয়া রাজনৈতিক বক্তৃতার অংশ, যেগুলো তারা নেতাকর্মীদের 'উজ্জীবিত করার' জন্যই বলেছেন বলে তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে ওনাদের বক্তব্যগুলো খুব পরিকল্পিত বলে মনে হয়নি বরং দুটো বক্তব্যই মনে হচ্ছে কথার ফুলঝুরি। এর কোনটাই দলের অবস্থানকে প্রতিফলিত করেনি রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে এটা কমন স্ট্রাটেজি। সমর্থকদের মনোবল উজ্জীবিত রাখা। এটাই শেষ কথা নয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে সমর্থক গোষ্ঠীকে চাঙ্গা রাখার একটা প্রয়াস, বলছিলেন মি. মজুমদার।

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে কী পূর্বাভাস করছে বিশ্ব ব্যাংক?

প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিশ্ব ব্যাংক, যেখানে তাদের কিছু মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাজেট ঘাটতি সরকারের টার্গেট অনুযায়ী জিডিপির ৫.৫ শতাংশের মধ্যেই থাকবে এবং রাজস্ব আয় কিছুটা বাড়তে পারে। ২০২৪ অর্থবছরেও বাংলাদেশের অর্থনীতি চাপের মুখে থাকবে এবং মধ্য মেয়াদে এটি ধীরে ধীরে উন্নত হবে। ২০২৫ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৫.৮ শতাংশে দাঁড়াবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, বিশ্ব ব্যাংক যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে সেগুলো আসলে বৈঠক কেন্দ্রিক।

যারা নোবেল প্রত্যাখান করেছিলেন কিংবা পুরস্কার নিতে পারেননি

স্টকহোম (এজেন্সী) ঃ অনেকের কাছে নোবেল হল সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদক। একজন লেখক, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী এমনকি একজন রাজনীতিবিদও নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন।

তবে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক এই পদক বিজয়ী হয়েও অনেকের সেটা ছুঁয়ে দেখার সুযোগ হয়নি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই পুরস্কার স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবার অনেকে বাধ্য হয়েছেন।

সাধারণত প্রতি বছরের অক্টোবরে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে আয়োজিত হয় নোবেল পুরস্কার দেয়ার অনুষ্ঠান।

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল ১৮৯৫ সাল থেকে। ওই বছর জনহিতৈষী সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল এই পুরস্কারের প্রচলন করেন।

তবে পুরস্কার প্রদান শুরু হয় ১৯০১ সাল থেকে। শুরুতে শুধুমাত্র শান্তি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেয়া হলেও, ধাপে ধাপে বাকি পাঁচটি ক্যাটাগরি (চিকিৎসা শাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রয়াসন, অর্থনীতি, সাহিত্য) এতে যুক্ত হয়।

সাধারণত যেসব ব্যক্তি বা সংস্থা মানবতার জন্য ব্যতিক্রমী অবদান রাখেন তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এই পুরস্কারের প্রচলন ঘটে।

প্রতি বছর প্রত্যেক বিজয়ীকে একটি স্বর্ণপদক, একটি ডিপ্লোমা সনদ এবং নোবেল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিছু অর্থ প্রদান করা হয়। এবং বিজয়ীদের বলা হয় নোবেল লরিয়েট।

নোবেলের যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি বিভিন্ন বিভাগে ছয় শতাধিক পুরস্কার প্রদান করেছে। কিন্তু কিছু বিজয়ী ছিলেন যারা পুরস্কার গ্রহণ করতে চাননি বা বাধ্য হয়ে নিতে পারেননি।

জ্যঁ পল সার্ত্রে

ফরাসি লেখক জ্যঁ পল সার্ত্রে ছিলেন অস্তিত্ববাদের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ। তাকে আধুনিক অস্তিত্ববাদের জনকও বলা হয়।

সার্ত্রের অসাধারণ কাজের মধ্যে রয়েছে, বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস শীর্ষক বইটি। যেখানে তিনি তাত্ত্বিকভাবে অস্তিত্ববাদের উপর তাঁর থিসিস উপস্থাপন করেছেন। ইউরোপের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় কেমন ছিল, সেটা গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

তিনি তার ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত উপন্যাস 'নজিয়া'তে বেশ দক্ষতার সাথে তার দার্শনিক দৃষ্টিকোণকে অতিক্রম করেছেন এবং অস্তিত্ববাদী সাম্যবাদের ধারণা তৈরি করেছেন।

এতে তিনি ঈশ্বরবিহীন এক মহাবিশ্বে বিচরণ করা মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যারা নিজেদের স্বাধীনতার কাছে জিম্মি হয়ে আছে।

আজ থেকে প্রায় ছয় দশক আগে ১৯৬৪ সালে, তাকে সাহিত্যে জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও, তিনি সেটি প্রত্যাখ্যান করেন।

কারণ তিনি সে সময় সব পদক একাধারে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নোবেল পুরস্কার ওয়েবসাইট এবং তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে এমনই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

সার্ত্রে নোবেল পুরস্কারকে 'বুর্জোয়া পুরস্কার' অর্থাৎ পুঁজিপতিদের পুরস্কার বলে মনে করতেন।

লে দুত তাও

পাঁচ দশক আগে ১৯৭৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার যৌথভাবে দেয় হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এবং ভিয়েতনামের জেনারেল এবং কূটনীতিক লে দুক তাওকে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান ঘটাতে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে এই দুই কর্মকর্তাই মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। চুক্তিতে ওই দুই দেশের কর্মকর্তা এবং ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নোয়েন ভ্যান থিউ স্বাক্ষর করেছিলেন। সেখানে যুদ্ধবিরতি এবং যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু লে দুত তাও পুরস্কারটি গ্রহণ করেননি। কারণ তার মতে ভিয়েতনামে তখনও শান্তি ফেরেনি।

বরিস পাস্তারনাক

প্রায় ছয় দশক আগে ১৯৫৮ সালে মস্কোর ঔপন্যাসিক ও কবি বরিস পাস্তারনাককে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল।

সমসাময়িক গীতিকবিতা এবং মহান রাশিয়ান মহাকাব্য রচনায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। নোবেল সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে এই তথ্য জানা যায়।

তিনি প্রাথমিকভাবে এই সম্মান গ্রহণ করলেও এই লেখক তৎকালীন সোভিয়েত সরকারের চাপের মুখে পুরস্কারটি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন।

পাস্তারনাকের তার বিভিন্ন কাজ ও সাংগঠনিক নোটে প্রকৃতি, জীবন, মানবতা এবং ভালোবাসার মতো বিভিন্ন বিষয়ের কথা তুলে ধরেছেন।

তার সবচেয়ে প্রশংসিত কাজের মধ্যে ছিল 'ডক্টর জিভাগো' বই। এ বইটিতে ১৯০৫ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

এই লেখার জন্য পাস্তারনাক নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেও পরে সোভিয়েত লেখক ইউনিয়ন ১৯৫৮ সালে তার এ বইটি এবং সব ধরণের লেখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

এই নিষেধাজ্ঞা ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। পরে সংস্কারবাদী নেতা মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েতের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর তিনি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু তার এই বইটি ২০০৪ সালের আগ পর্যন্ত তাদের জন্মভূমিতে প্রকাশিত হতে পারেনি।

এ ব্যাপারে লেখক পিটার ফিন বলেছেন, তারা ভেবেছিল যে 'ডক্টর জিভাগো' বিপ্লবের বিরুদ্ধে লেখা বই ছিল, যেখানে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে খুব নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পাস্তারনাকের ছেলে ইয়েভজেনি বলেছেন যে, 'ডক্টর জিভাগো' বইটি 'মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করেছিল' বলে বিবেচনা করা হতো। এ কারণেই এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের দ্য জিভাগো অ্যাফেয়ারের সহলেখক পিটার ফিন বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমি মনে করি সোভিয়েতরা উপন্যাসটির চেতনার বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আপত্তি তুলেছে।

তারা ভেবেছিল বইটিকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রকে খুব নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। যা সোভিয়েত সরকারের পক্ষে যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ছিল, ফিন বলেছেন।

হিটলারের নির্দেশে প্রত্যাখ্যান

সব জার্মান নাগরিকদের জন্য নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৯৩৭ সালে অ্যাডল্ফ হিটলার একটি ডিক্রি জারি করেছিলেন।

নেচার ম্যাগাজিন ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারির সংস্করণে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়েছিল। এর আগের বছর জার্মান শান্তিকামী কার্ল ভন ওসিয়েৎস্ককে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। একে পরে লজ্জাজনক ঘটনা হিসেবে আখ্যা দেয় জার্মান সরকার।

ধারণা করা হয় অতীতের ওই 'লজ্জাজনক ঘটনার' পুনরাবৃত্তি এড়াতেই নোবেল গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ওই ডিক্রি জারি করা হয়েছিল। নেচার ম্যাগাজিনে এমনটাই উল্লেখ করা হয়।

ওসিয়েৎস্ক প্রকাশ্যে নাৎসিবাদ এবং হিটলারের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ১৯৩১ সালে গ্রেপ্তার হন এবং তাকে একটি বন্দী শিবিরে আটকে রাখা হয়।

সরকারবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতাও করতেন। ওই ডিক্রি জারির মাধ্যমে হিটলার তিনজন জার্মান বিজয়ীকে পুরস্কার গ্রহণে নিষেধ করেছেন।

রিশার্ড কুন

রিশার্ড কুন ছিলেন একজন জার্মান জৈব রসায়নবিদ। হিটলারের জারি করা নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেননি।

মি. কুন ক্যারোটিনয়েড এবং ভিটামিন নিয়ে কাজ করার জন্য ১৯৩৮ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন।

নোবেল কমিটি জানিয়েছে, অন্য দু'জন গবেষকের সাথে দুটি ভিন্ন ধরণের ক্যারোটিন সনাক্ত করার পর রিশার্ড কুন ১৯৩৩ সালে তৃতীয় ধরণের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ক্যারোটিনয়েড নামক ওই পদার্থের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাও পরিচালনা করেন।

তার ক্রোমাটোগ্রাফিক কৌশল ওই পদার্থটির বিশুদ্ধ উৎপাদন ও আলাদা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

অ্যাডলফ বুটেনান্ড

নোবেল পুরস্কার গ্রহণ না করার জন্য হিটলারের ডিক্রি জারির কারণে পুরস্কার নিতে পারেননি অ্যাডলফ বুটেনান্ড।

জার্মান জৈব রসায়নবিদ অ্যাডলফ বুটেনান্ড যৌন হরমোন নিয়ে গবেষণার জন্য ১৯৩৯ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন। ওই বছর ক্রোয়েশিয়ান বিজ্ঞানী লিওপোল্ড রুজিকার সাথে যৌথভাবে তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেন।

মূলত, ১৯৩০-এর দশকে, বুটেনান্ড নারী ও পুরুষের মধ্যে থাকা বিভিন্ন হরমোন ম্যাপিংয়ে অবদান রেখেছিলেন।

নোবেল কমিটি জানিয়েছে, নারীদের যৌন হরমোন এস্ট্রোজেনের সংশ্লেষ নির্ধারণ করার পরে তিনি এর গঠন এবং এর সাথে সম্পর্কিত আরেক ধরণের হরমোন, এস্ট্রিওলকে সংজ্ঞায়িত করতে সক্ষম হন।

এছাড়াও তিনি প্রথমবারের মতো একটি বিশুদ্ধ পুরুষ যৌন হরমোন তৈরি করতে এবং এর রাসায়নিক গঠন নির্ধারণ করতে সক্ষম হন, যাকে বলা হয়, 'অ্যান্ড্রোস্টেরোন'।

গেরহার্ড ডোমাক

জার্মান প্যাথলজিস্ট ও ব্যাকটিরিওলজিস্ট গেরহার্ড ডোমাকক ছিলেন বঞ্চিতদের তালিকায় অন্যতম। তিনি ১৯৩৯ সালে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন। হিটলারের নিষেধাজ্ঞার কারণে মি. ডোমাক নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেননি।

নোবেল কমিটির ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, চিকিৎসকরা আবিষ্কার করেন যে অনেক রোগ অণুজীবের আক্রমণের ফলে সৃষ্ট সংক্রমণের কারণে হয়। এর ফলে ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য অণুজীবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাসায়নিক যৌগগুলো নিয়ে কাজ শুরু হয়। এ বিষয়টিকে অসম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালে গেরহার্ড ডোমাক এবং তার সহকর্মীরা একে সফল রূপ দেন। ইঁদুরের উপর পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেন যে রক্তে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে সালফোনামাইড ব্যবহার করা যেতে পারে।

আবিষ্কারটি বেশ কয়েক ধরণের সালফা ওষুধ তৈরির ভিত্তি হয়ে উঠেছে, যা প্রথম ধরণের অ্যান্টিবায়োটিক।

রিশার্ড কুন, অ্যাডলফ বুটেনান্ড ও গেরহার্ড ডোমাক - এই তিন বিজ্ঞানী প্রথমে পুরস্কার গ্রহণ করতে না পারলেও পরবর্তীতেনোবেল কমিটির পক্ষ থেকে তাদের ডিপ্লোমা সনদ ও মেডেল হস্তান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু তারা পুরস্কারের অর্থ পাননি।

বব ডিলানের নীরবতা

এদিকে ২০১৭ সালে প্রখ্যাত মার্কিন সংগীতশিল্পী ও গীতিকার বব ডিলানের নোবেল পুরস্কার পাওয়া নিয়েও আলোচনা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের সংগীত ঐতিহ্যে নতুন কাব্যিক ধারা সৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে তাকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

কিন্তু পরে একাধিকবার নোবেল কমিটি তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তিনি পুরস্কার সংগ্রহ করতে সুইজারল্যান্ডে যাননি। এমনকি নোবেল অর্থমূল্য নেওয়ার জন্য যে বক্তৃতাটি দিতে হয়, সেটিও দেননি তিনি। তবে তিনি পুরস্কার প্রত্যাখ্যানও করেননি। ফলে পুরস্কারপ্রাপ্তি নিয়ে বব ডিলানের নীরবতা বিশ্বজুড়ে তুমুল আলোচনার সৃষ্টি করেছিল।

তবে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের তিন মাসেরও বেশি সময় পর তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ডানপন্থীদের বিদ্রোহ ও নজিরবিহীন ভোটে মার্কিন কংগ্রেসের স্পিকার অপসারিত

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকানদের ভেতরে অতিডানপন্থীদের বিদ্রোহে কংগ্রেসের স্পিকার পদ থেকে অপসারিত হলেন ক্যাভিন ম্যাকার্থি। দেশটির হাউজ অব রেপ্রেজেন্টেটিভ বা প্রতিনিধি সভার কোন স্পিকারের এভাবে অনাস্থা ভোটে পরাজিত হওয়ার ঘটনা দেশটির ইতিহাসে এই প্রথম।

চূড়ান্ত ফলে ২১৬-২১০ ভোটে হেরে গেছেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কংগ্রেসম্যান হিসেবে নির্বাচিত হওয়া কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান দলের এই নেতা।

সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য তহবিল নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ বা সেনেটে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে সমঝোতা করার পর দলের অতি রক্ষণশীলরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

তবে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান দলের নেতা হিসেবে কে তার উত্তরসূরি হবেন তা এখনো নিশ্চিত নয়।

মি. ম্যাকার্থিকে অপসারণে প্রক্রিয়া শুরুর জন্য সোমবার রাতে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফ্লোরিডার রিপাবলিকান নেতা ম্যাট গেইটজ।

ইউক্রেনকে তহবিল যোগানো অব্যাহত রাখতে হোয়াইট হাউজের সঙ্গে গোপন চুক্তির জন্য স্পিকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন মি. গেইটজ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রিপাবলিকান দলের আইন প্রণেতাদের সঙ্গে এক সভায় মি. ম্যাকার্থি জানান যে স্পিকার পদের জন্য তিনি আর লড়বেন না। পরে তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মি. গেইটজের তীব্র সমালোচনা করে তাকে 'মনোযোগ আকর্ষণকারী' হিসেবে অভিহিত করেন। আপনারা জানেন যে পুরো বিষয়টি ব্যক্তিগত, মি. ম্যাকার্থি বলছিলেন এক সংবাদ সম্মেলনে। এর সাথে অর্থ ব্যয়ের (তহবিল) কোন সম্পর্ক নেই। মি. ম্যাকার্থি বলেন যেসব কট্টরপন্থীরা তাকে উৎখাত করেছে তারা 'রক্ষণশীল' নয়।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে এক মিটিংয়ের পর সাংবাদিকদের সামনে ক্যাভিন ম্যাকার্থি।

মি. গেইটজ সহ কয়েকজন ডানপন্থী তাকে সমর্থন করতে অপারগতা প্রকাশ করায় গত জানুয়ারিতেই পনের দফা ভোটাভোটির পর স্পিকার হয়েছিলেন মি. ম্যাকার্থি।

রিপাবলিকান দলের মধ্যে মি. গেইটজসহ আটজন তাকে অপসারণের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। দলের বাকী ২১০ জন তার পক্ষেই ভোট দিয়েছেন।

তবে এবার ডেমোক্র্যাটরাও নিজ দলের মধ্যে মি. ম্যাকার্থিকে উৎখাতের প্রচেষ্টার সঙ্গে হাত মেলান। প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা হাকিম জেফরিস তার সহকর্মীদের কাছে পাঠানো চিঠিতে মি. ম্যাকার্থিকে উদ্ধারের জন্য ভোট না দেয়ার কথা জানান।

ওয়াশিংটনের একটি এলাকার থেকে নির্বাচিত দলের বাম ঘরানার কংগ্রেসওমেন প্রমিলা জয়পাল ভোটের আগে সাংবাদিকদের বলেছেন অদক্ষতার কারণে তাদের পতনের দিকে যেতে দিন। ভোটের পর দুজন ডেমোক্র্যাট আইন প্রণেতাকে রিপাবলিকান দলের কোন্দল নিয়ে হাসাহাসি করতে দেখা যায়।

গৃহযুদ্ধ শুরু হতে দিন, এভাবেই মন্তব্য ছুঁড়ে দেন একজন।

পরিপূর্ণ হাউজে ভোটের ফল ঘোষণার সময় বেশির আইন প্রণেতা চুপ ছিলেন। ২২১-২১২ ভোটের সামান্য ব্যবধান নিয়ে প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে রিপাবলিকানদের। আরকানসাসের রিপাবলিকান স্টিভ ওম্যাক ঘোষণা করেন, হাউজ স্পিকারের পদ শূন্য ঘোষণা করা হলো। ভোটের আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সামাজিক মাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল' এ এক পোস্টে লিখেন নিজেদের পরিবর্তে 'উগ্র বাম ডেমোক্র্যাটদের' বিরুদ্ধে দলের লড়াই করা উচিত।

হাউজ রিপাবলিকান কনফারেন্স চেয়ারওম্যান এলিস স্টেফানিক মি. ম্যাকার্থিকে একজন 'সুখী যোদ্ধা' হিসেবে অভিহিত করেন। তবে উদারপন্থী রিপাবলিকান হিসেবে পরিচিত ন্যান্সি মেইস মি. ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার বিষয়টি অনেক বিশ্লেষকের দৃষ্টি কেড়েছে। পরে সাউথ ক্যারোলাইনার এই আইন প্রণেতা বলেছেন , আমি এমন একজন স্পিকারের প্রত্যাশী ছিলাম যিনি আমেরিকান জনগণকে সত্যি বলবেন। যিনি সৎ হবেন এবং কংগ্রেস ও উভয় দলের প্রতি বিশ্বস্ত হবেন।

তবে এখন মি.ম্যাকার্থিকে অপসারণের পর মি. গেইটজকে সরিয়ে দেয়ার জন্য তার সহকর্মীরা উদ্যোগ নিতে পারে কিনা এমন বিষয়ে মি. গেইটজ বলেছেন , তারা আমাকে বরখাস্ত করতে চাইলে জানানো উচিত যে কখন তারা ভোট করবে। তবে এখন এটা পরিষ্কার নয় যে অস্থায়ী স্পিকার পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে অফিস চালাতে পারবেন কিনা, নাকি তিনি শুধু নতুন স্পিকার নির্বাচনের বিষয়টিই দেখভাল করবেন। একজন অন্তর্বর্তী স্পিকার কতদিন থাকতে পারবেন কিংবা কতদিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন করতে হবে তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন কিছু বলা নেই। ওদিকে মি. ম্যাকার্থির জায়গায় কে আসবেন তাও এখনো পরিষ্কার নয়। লুজিয়ানার রিপাবলিকান আইন প্রণেতা স্টিভ স্কেলিস ও মিনেসোটার টম এমারের নাম শোনা গেলেও তাদের দিক থেকে কোন আগ্রহ এখনো দেখা যায়নি। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারিন জিন পিয়েরে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 'আশা প্রকাশ করেছেন যে হাউজ দ্রুতই একজন স্পিকার নির্বাচিত করতে সক্ষম হবে'।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্টের পরেই স্পিকারের অবস্থান। কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের অগ্রাধিকার ঠিক করা, কমিটিগুলোর কাজ ঠিক করা এমনকি হোয়াইট হাউজের এজেন্ডাগুলো পাশ করানো কিংবা ঠেকিয়ে দেয়ার কাজও তিনি করে থাকেন।

এর আগে রিপাবলিকান দুজন স্পিকার পল রায়ান ও জন বোয়েনার - দলের অতিরক্ষনশীল সহকর্মীদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে কংগ্রেস ছেড়েছেন।

এর আগে ২০১০ ও ২০১৫ সালে স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ইতিহাস থাকলেও সেগুলো তখন সফল হয়নি।